দ্বীনিয়াত
মকতব কোর্স
প্রথম বর্ষ

deeniyat

দينيات
DEENIYAT

• কুরআন • হাদীস • আকাইদ, মাসাইল • ইসলামী তরবিয়ত • ভাষা

بسم الله الرحمن الرحيم

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত]

دينيات

দ্বীনিয়াত

মকতব কোর্স

প্রথম বর্ষ

deeniyat

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

দ্বীনিয়াত সেন্টার

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬

www.deeniyatbd.com.

www.deeniyat.com

শিক্ষার্থীর নাম : --

অভিভাবকের নাম : --

বর্তমান ঠিকানা : --

মোবাইল : --

প্রকাশনায়

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা

ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০, ০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর- ২০১৮

ISNB : 978-984-93621-5-9

নির্ধারিত মূল্য

১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

deeniyat

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, চাই-তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় বিষয়,সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরনের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নিদের্শনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবী ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন- تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শু'আবুল ঈমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে উম্মত এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মুল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন।

deeniyat

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মুল্যবোধ ও নৈতিকতা।

ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণি ধর্মীয় অনুভুতিশূন্য নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌঁছে দেয়ার লক্ষে তৈরি করেছেন “দ্বীনিয়াত কোর্স”। দীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাদৃত এবং প্রায় ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমিতে, অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌছে দেয়া সম্ভব। ইনশাআল্লাহ।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বীনিয়াতের রয়েছে গুরত্বপূর্ণ তিনটি কোর্স। যথা:-

১. Deeniyat primary course (দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স)

২. দীনিয়াত প্রাইমারী কোর্স সম্পন্ন করার পর যারা দীনি বিষয়ে আরো জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের জন্য রয়েছে Deeniyat Secondary Course (দীনিয়াত মাধ্যমিক কোর্স)

৩. মাধ্যমিক কোর্স সম্পন্ন করার পর কলেজগামী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে Deeniyat Advance Course (দ্বীনিয়াত এডভ্যান্স কোর্স)।

দীনিয়াত কোর্সের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

সূচনা	হাম্‌দ ও না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	হরফ থেকে শুরু করে নাযেরার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআন খতম।
	হিফ্‌যে সূরাহ্	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা, সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২৩ টি সূরা এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করন।
হাদীস	দু'আ সুন্নহ	৩৮টি মাসনূন দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নাত মুখস্থকরণ। যেমন:- পানাহার নিদ্রা, ঘর, মসজিদ এবং বাইতুল খালা (বাথরুম) গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্থসহ মুখস্থকরণ।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	অর্থসহ ৭টি কালিমা মুখস্থ করানোর পাশাপাশি দীনের ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠদান যেগুলোর ওপর একজন মুসলমানের বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। যেমন : আল্লাহ, ফেরেস্তা, আখেরাত, ইত্যাদি।
	নামায	পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার দু'আসমূহ মুখস্থ করন এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি শিখানো, যেমন : বিতিরের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায, অসুস্থব্যাক্তির নামায, মুসাফিরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম।
	মাসাইল	পবিত্রতা ও নামাযের জরুরি মাসাইল শিক্ষাদান। যেমন: উযু, গোসল, নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ মুখস্থকরণ এবং পাশাপাশি রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশ্নোত্তর।
	বক্তৃতা ও দুআ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ মুখস্থকরণ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	শিক্ষাণীয় ঘটনা	বাচ্চাদের দীনী তরবিয়তকে সামনে রেখে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ঘটনাসমূহ এবং সাহাবাদের আদর্শিক শিক্ষাণীয় বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।
ভাষা	আরবি	আরবি গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী দিন ও মাসসমূহ এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম।

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে		
সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] [হিফযে সূরা]	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দু‘আ] [সুন্নাত]	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] [নামায]	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[ইসলামী জ্ঞান][বক্তৃতা ও দুআ]	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী]	৫ মিনিট
২য় পাঁচ মাসে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হবে		
সূচনা	[হামদ] [নাত]	
১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] [হিফযে সূরা]	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস]	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আসমাউল হুসনা] [মাসাইল]	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তরবিয়ত	[সীরাত] [শিক্ষাণীয় ঘটনা]	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী]	৫ মিনিট

বি. দ্র. ঃ উপরে উল্লিখিত বিষয় সমূহের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কম-বেশী করা যেতে পারে ।

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নূরানী কায়েদা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১২
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১৩
নুক্বতার পরিচয়	৩০
আরবি বর্ণমালার পরিচয়	৩১
যুক্তাক্ষরের আকৃতি	৪৩
যুক্তাক্ষর প্রথম, মাঝে ও শেষে	৫০
হারাকাতের বর্ণনা	৫৬
সুকূন (জযমের) বর্ণনা	৬৬
ক্বালক্বালার বর্ণনা	৭০
তাশদীদের বর্ণনা	৭৯
গুন্নার বর্ণনা	৮০
মদের হরফের বর্ণনা	৮১
খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ	৮৪
লীনের হরফের বর্ণনা	৯৬
তান্‌বীনের বর্ণনা	৯৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার	১১২
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা	১১৩
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব	১১৪
নূন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম	১১৫
মীম সাকিনের নিয়ম	১১৭
মদ এর বর্ণনা	১২৯
র এর ক্বায়েদাহ্	১৩০
কিছু হরফ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না	১৩২
'আল্লাহ' শব্দের নিয়ম	১৩৫
অক্বফ করার নিয়ম	১৩৬
কুরআন মাজিদে থামা এবং না থামার চিহ্ন	১৩৯
হিফযে সূরা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৪
সূরায়ে ফাতেহা	৩২
সূরা ফিল	৪৪
সূরা কুরাইশ	৫১
সূরা মাউন	৬১

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সূরা কাউসার	৭১
সূরা কাফিরূন	৭১
সূরা নাছর	৮৮
সূরা লাহাব	১০২
সূরা ইখলাস	১০২
সূরা ফালাক	১১৯
সূরা নাস	১১৯
২-হাদিস	
দুআ, সুন্নত — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৫
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১৬
খানার শুরু, মাঝে ও শেষের দু’আ	৩৩
খানার সুন্নাতসমূহ	৩৯
পানি পান করার সুন্নত	৪৪
দুধ পান করার দু’আা	৫১
পানি পান করার দু’আ	৬১
ঘুমানোর পূর্বের দু’আ	৭২

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ঘুম থেকে জেগে ওঠার দু’আ	৭২
বাইতুল খলা (বাথরুম) প্রবেশের দু’আ	৮৮
বাইতুল খলা (বাথরুম) থেকে বের হওয়ার দু’আ	৮৯
উযুর পূর্বের দু’আ	৮৯
উযুর মাঝের দু’আ	১০৩
মাসনূন বাক্যসমূহ	১২০
বিশেষ জায়গা পড়ার বাক্যসমূহ	১৪১
হিফযে হাদিস — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৭
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১৭
হাদিস নং-১-৫	১০৩
হাদিস নং-৬-১০	১২১
হাদিস নং-১১-১৫	১৪২

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৩-আকাইদ, মাসাইল	
আকাইদ — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৮
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	১৮
কালিমায়ে তাইয়েবা	৩৪
কালিমায়ে শাহাদাত	৪০
ঈমানে মুজমাল	৫২
ঈমানে মুফাসসাল	৬২
নামায — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১৯
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২১
নামাযের কালিমাসমূহ	৯০
ছানা	১০৫
তাশাহহুদ	১০৫
দুরূদ শরীফ	১২৩
দু'আয়ে মাসূরাহ্	১৩৪
নামাযের পরের দুআ	১৩৪

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
মাসাইল — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২২
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৩
গোসলের ফরয সমূহ	৩৪
উযূর ফরজসমূহ	৪০
উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	৪৫
পাঁচ ওয়াক্তের নামায	৫২
নামাযের শর্তসমূহ	৬২
নামাযের আরকান	৭৩
তায়াম্মুমের ফরয	১২৩
আসমাউল হুসনা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৪
আসমাউল হুসনা ১-৬	৭৪
আসমাউল হুসনা ৭-১২	৭৫
আসমাউল হুসনা ১৩-১৮	৯১
আসমাউল হুসনা ১৯-২২	১০৬
আসমাউল হুসনা ২৩-২৬	১০৬
আসমাউল হুসনা ২৭-৩০	১০৭

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৪-ইসলামি তারবিয়াত	
ইসলামী জ্ঞান — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৫
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৫
প্রথম মাসের প্রশ্ন	৩৫
দ্বিতীয় মাসের প্রশ্ন	৪১
তৃতীয় মাসের প্রশ্ন	৪৬
চতুর্থ মাসের প্রশ্ন	৫৩
পঞ্চম মাসের প্রশ্ন	৬৩
ষষ্ঠ মাসের প্রশ্ন	৭৬
সীরাত — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৬
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৬
সপ্তম মাসের প্রশ্ন	৯২
অষ্টম মাসের প্রশ্ন	১০৮
নবম মাসের প্রশ্ন	১২৫
দশম মাসের প্রশ্ন	১৪৪
বক্তৃতা ও দুআ — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৫

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দীনের গুরুত্ব সম্পর্কে	১৪৬
ইমানের মেহনত	১৪৭
৫-আরবি ভাষা	
আরবি — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২৭
পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৭
আরবি গণনা	৩৬
বিবিধ	৪৭
খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য	৫৪
ফল সমূহের নাম	৯৫
শরীরের অঙ্গপ্রঙ্গসমূহ	১১১
মাসিক প্রশ্নাবলি	১৪৮
মাসিক উপস্থিত/অনুপস্থিত তালিক	১৫৩
মাসিক নামাযের ছক	১৫৪
সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশনা	১৫৮

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী কায়েদাহ্]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদেরকে কায়েদা সমবেতভাবে পড়াবেন।
- পড়ানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন ।
- সবক পড়ানোর পর শিক্ষার্থীদের থেকে সবক শুনবেন ।
- সাধারণ মশ্ক এভাবে করাবেন, যেন বিগত সবকসমূহের রিপিটও হয়ে যায় ।
- শিক্ষার্থীদেরকে আরবি অক্ষরসমূহের মাখ্রাজ বুঝানোর জন্য “মাখারিজে হুরুফ” এর সাহায্য নিবেন ।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শুরু থেকেই নাযেরায়ে কুরআন পড়তে চায় তাহলে তাদের জন্য এতটুকু ছাড় দেয়া যেতে পারে যে, নূরানী কায়েদা এবং হিফযে সূরা এর পাশা পাশি প্রতিদিন নাযেরায়ে কুরআন ও পড়িয়ে দিবেন।
- প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে বর্ণিত তাজবীদের বর্ণনাগুলো যদি শিক্ষার্থীরা সহজভাবে বুঝে মুখস্থ করে নিতে পারে, তবে তো খুবই ভাল কথা। নতুবা মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী চাপ সৃষ্টি করার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিটি অধ্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মাখরাজ, ও তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াবেন ।

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

কায়েদাহ ঃ কুরআন পড়ার নিয়মনীতি বর্ণনা করাকে "ক্বায়েদাহ" বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী: ৫০২৭, উসমান رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ল, তার জন্য একটি নেকী, আর একটি নেকীর সওয়াব ও প্রতিদান দশ নেকী সমতূল্য। [তিরমিযী: ২৯১০, আব্দুল্লাহ বিন মাসউ رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কিতাব। তা শিক্ষা করা, পাঠ করা এবং তার উপর আ'মল করা অনেক বড় ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বরকত ও উন্নতি লাভ হয়। যারা কুরআন শিখবে, বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের উপর আমল করবে, কিয়ামতের দিন এই কুরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এজন্যই আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখব এবং কুরআনের উপর আমল করব, ইনশাআল্লাহ।

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে সূরার কোর্সে এ বছর সূরা ফাতিহা ব্যতিত ১০টি সূরা (সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সূরা মুখস্থ করানোর সময় তাজবীদের প্রতি এতটুকু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন লাহনে জ্বলী (বড় ভুল) না হয়। কারণ এমন ভুল নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহে তাহরীমী।

হিফযে সূরা সম্পর্কে নির্দেশনা হল, শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে সূরা মুখস্থ করাবেন। প্রতিটি সূরা প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন, অতপর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরা ঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে "হিফযে সূরাহ" বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: (কিয়ামতের দিন) কুরআন ধারণকারী (হাফিয) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের উচ্চ স্থানে উঠতে থাক, আর ধীরে ধীরে পড় যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে, যেখানে তোমার সর্বশেষ আয়াতের তেলাওয়াত শেষ হবে।

[আবু দাউদ:১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنهما]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআনে কারীমের কোন অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, তার হৃদয় বিরাণ ঘর সমতূল্য।

[তিরমিযী: ২৯১৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

সুতরাং কুরআনে কারীমের হিফয করা উচিৎ, কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই মুখস্থ থাকা উচিৎ, যার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যায়।

deeniyat

২-হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দু'আ-সুন্নত অধ্যায়ে পানাহার, নিদ্রা বাথরুমে গমন ও প্রস্তান ইত্যাদির দু'আ এবং পানাহারের সুন্নাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলা হয় এমন মাসনূন বাক্য গুলো ও উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা থাকা জরুরি। যেমন–
বিস্‌মিল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ ইত্যাদি।

এই সমস্ত দু'আ ও সুন্নাত শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে পড়াবেন। দু'আগুলোর অনুবাদ যদি সহজে মুখস্থ করে নিতে পারে তবে ভাল, নতুবা সেগুলো মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দেওয়ার দরকার নেই।

দু'আ-সুন্নত মুখস্থ করানোর পাশাপাশি এ চেষ্টাও করবেন যেন, শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাস্তব জীবনে এ সকল দু'আ ও সুন্নাতসমূহের উপর আমলকারী হয়ে যায়। সেজন্য প্রীতি ও আদরের সাথে আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করুন যে, কে কে এই দু'আ ও সুন্নাতসমূহের উপর আমল করবে এবং নিজ ভাই-বোন ও পিতা-মাতাকে শেখাবে?

deeniyat

২-হাদীস

[দু‘আ, সুন্নাত]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

দু‘আ, সুন্নাত ঃ আল্লাহ তা‘আলার কাছে চাওয়াকে “দু‘আ” বলে এবং আমাদের নবীজী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে ।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল দু‘আ ।

[মুস্তাদরাক :১৮০১ আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের ফেৎনা ফাসাদের সময় যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নাত জিন্দা করবে তার জন্য শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব হবে ।

[ত্বাবরানী কাবীর: ১৩২০ আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বিধান আমাদের জন্য পূর্ণ আদর্শ ও নমুনা, সুতরাং তার জীবনী- জানা ও বুঝা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কী আমল করেছেন? তার সুন্নাত কী? এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কোন কোন দু‘আ পড়েছেন? এ বিষয়গুলো শেখা এবং তার উপর আমল করা অতি জরুরি। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়ার সুখ, শান্তি, নিরাপদ জীবন, মান-সম্মান ও ইজ্জতের প্রতিশ্রুতি, আর এরূপ পবিত্র জীবন-যাপনই আল্লাহর পছন্দনীয় ।

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে হাদীসের অধীনে এ বছর ১৫টি হাদিস অনুবাদসহ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বীনের **প্রসিদ্ধ পঞ্চ অধ্যায়ঃ** ঈমান, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা এবং আচার-আচরণ সম্পর্কিত।

এই হাদীসগুলো সমবেতভাবে শিরোনামের সাথে অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন। যেমন, হাদীস নং ১ঃ ঈমান সম্পর্কীত "اَلدِّيْنُ يُسْرٌ" দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) সহজ। মুখস্থ করানোর পাশাপাশি এ সকল হাদীসের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

deeniyat

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তাঁর কৃতকাজ সমূহকে "হাদীস" বলে, আর হাদীস মুখস্থ করাকে হিফযে হাদীস বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপকারার্থে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

[কানযুল উম্মাল:২৯১৮৬, আবু মাসউদ رضي الله عنه]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিস সমূহ পড়া, মুখস্থ করা এবং সেগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আলাহ তায়ালা তাতে অতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করেন, সুতরাং হাদীসসমূহকে মুখস্থ করা উচিৎ, কেননা তার দ্বারা জীবনে নূর সৃষ্টি হয়

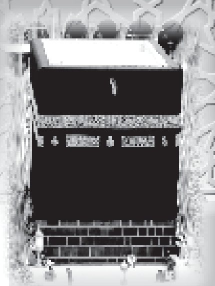

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

আকাইদ অধ্যায় থেকে কালিমা তাইয়িবা ও কালেমা শাহাদাত এবং ঈমানে মুজমাল ঈমানে মুফাসসাল অর্থসহ আনা হয়েছে, কালিমাগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন। কালিমা মুখস্থ করানোর সাথে সাথে এ কথাটিও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এর মধ্যে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখা এবং মুখে স্বীকার করা প্রত্যেকের উপর ফরয।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আকাইদঃ মানুষ যে সকল কথার উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সেগুলোকে আকাইদ বলে।

কুরআনঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ [সূরা লুকমান:৮]

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নেয়ামতভরা বাগিচা।

হাদীস : প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তার উপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।

[মুসলিম: ১৫১ উবাদা বিন সামিত رضي الله عنه]

আকীদা হলো ইসলামের এমন এক মূল ভিত্তি, যার উপর মুসলমানদের দীন ও সমস্ত ইবাদাত নির্ভর করে। যার আকীদা যত বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হবে, তার দীন ও ইবাদাত তত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে। আর যার আকীদা যত দূর্বল ও ভ্রান্ত হবে, তার দ্বীন ও ইবাদাত তত অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যয্য হবে। সুতরাং আকীদাকে বিশুদ্ধ করা এবং হৃদয়ের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরি।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ অধ্যায় দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন উযূ ও নামায ভালভাবে শিখে সঠিকভাবে উযূ ও নামায আদায়কারী হয়ে যায়। নামাযের সূরা ও কালিমাসমূহ মুখস্থ করানোর সাথে সাথে সাপ্তাহে একদিন ২০ মিনিট সকল শিক্ষার্থীকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী উযূ ও নামাযের প্র্যাকটিক্যাল অনুশীলন করাবেন। তার নিয়ম এই হবে যে, একবার প্র্যাক্টিক্যালভাবে নিজে করে দেখাবেন, অতঃপর শিক্ষার্থীদের দ্বারা তার মশ্‌ক করাতে থাকবেন।

নামাযের সূরা, ও কালেমাসমূহ সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন।

- শিক্ষার্থীদের দ্বারা উযূর মশ্‌ক এভাবে করাবেন যে, তাদেরকে হাউজ অথবা উযুখানায় নিয়ে একজন শিক্ষার্থীরা দ্বারা উযূ করাতে হবে, এবং সে "উযূর তরীকা" অনুযায়ী সমস্ত সুন্নাত ও ফরযসমূহ আদায় করছে কি না, তা লক্ষ করতে হবে (অর্থাৎ মুখ, হাত, পা ভালভাবে ধৌত করছে কি না এবং মাথা সঠিকভাবে মাসেহ করছে কি না?) আর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে তার উযূ দেখবে, এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থী উযূ করবে।

- শিক্ষার্থীদেরকে নামাযের মশ্‌ক এভাবে করাতে হবে যে তাদেরকে কাতারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, সামনে ছেলেদের কাতার ও পিছনে মেয়েদের কাতার, আর শিক্ষক উঁচু স্বরে পুরো নামায কাতারের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীরাও উস্তাদের সাথে পড়তে থাকবে, উস্তাদ পড়ানোর পাশাপশি নেগরানি ও করতে থাকবেন। অর্থাৎ তাদের দাঁড়ানো এবং রুকু সাজদা করার নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ভুল ত্রুটি

deeniyat

সংশোধন করতে থাকবেন উস্তাদের সাথে শিক্ষার্থীরাও জোরে জোরে পড়বে। যেমন, উস্তাদ পড়বেন اَللّٰهُ أَكْبَرُ তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে اَللّٰهُ أَكْبَرُ , যখন উস্তাদ সানা পড়বেন, তখন শিক্ষার্থীরাও সানা পড়বে। যেমন, উস্তাদ পড়বেন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ উস্তাদ পড়বে وَبِحَمْدِكَ তখন শিক্ষার্থীরাও পড়বে وَبِحَمْدِكَ শেষ পর্যন্ত। এভাবে উস্তাদ নামাযের সমস্ত সূরা, দু'আ ও কালিমা পড়তে থাকবেন, আর শিক্ষার্থীরাও সেগুলো পড়তে থাকবে। এই পদ্ধতীতে তাদেরকে নামাযের অনুশীলন করাতে হবে।

এরপর একজন শিক্ষার্থীকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়াতে দিবেন, এ নিয়মে পালাক্রমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দ্বারা নামায পড়াতে হবে এবং নিজে পাবন্দির সাথে নেগরানীও করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সকল শিক্ষার্থী সুন্নাত তরীকানুযায়ী নামায পড়ছে কি না? রুকু, সাজদা ইত্যাদি সঠিকভাবে আদায় করছে কি না? এভাবে বাস্তব অনুশীলনের দ্বারা প্রতিটি শিক্ষার্থী সুন্নাত তরীকানুযায়ী নামায আদায় করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। যদি কোন শিক্ষার্থী মাসের মাঝে বা শেষেও ভর্তি হয়, তবে তাকেও নামাযের অনুশীলনের অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন।

বি:দ্রঃ- উযূ করার পদ্ধতি, নামায পড়ার পদ্ধতি এবং মহিলাদের নামাযের পার্থক্যসমূহ, দ্বিতীয় বর্ষের বা বয়স্কদের প্রথম বর্ষ থেকে দেখে অনুশীলন করাবেন।

১

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

নামায ঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর সামনে নিজের বন্দেগীকে প্রকাশ করার নাম নামায ।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেনঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ ।

[শু'আবুল ঈমান: ২৮০৭, উমর رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নামায জান্নাতের চাবি ।

[তিরমিযী:৪ জাবির رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা হলো নামায ।

[মুস্তাদরাক:২৬৭৬, رضي الله عنه আনাস]

দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায । কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে । নিয়মিত নামায আদায়ের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার ওয়াদা করেছেন । নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উত্তম জীবন এবং রিজিকে বরকত দান করে থাকেন । সুতরাং নামায শিখে তা বিশুদ্ধভাবে আদায় করা এবং তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি ।

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

মাসাইল অধ্যায়ে, গোসলের ফরয, উযুর ফরয, উযু ভঙ্গের কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযের রাকাত সংখ্যা এবং নামাযের শর্তসমূহ, নামাযের ওয়াজিব, নামায ভঙ্গকারী আমল আনা হয়েছে ।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

মাসাইল

মাসাইল মুখস্থ করানোর উপর বিশেষ দৃষ্টি দিবেন এবং তা সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন, আর বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করে সমস্ত মাসাইল শিক্ষার্থীদের স্মৃতিপটে ভালভাবে বসিয়ে দিবেন। বিশেষ করে উযূর ফরযের মধ্যে মুখমণ্ডলের পরিসীমা ইত্যাদিকে ইশারা করে প্রকাশ করে দেবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তা দেখে ভালভাবে বুঝে নেয়। আর কখনো কখনো ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে উৎসাহ দিবেন যে, মুখস্থকৃত **মাসাইলসমূহ**, কে কে আপন ভাই-বোনদেরকে শিক্ষা দিবে?

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

মাসাইল ঃ শরীয়তের ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে আমলের পদ্ধতি অথবা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধের আলোচনা করা হয় তাকে মাসাইল বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। [ইবনে মাজাহ: ২২৪, আনাস رضي الله عنه]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। [বুখারী: ৭১, মুয়াবিয়া رضي الله عنه]

ইলম ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। ইলমের মাধ্যমে মানুষের আমল সহীহ হয় এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আমাদের জীবন যেন আল্লাহর হুকুম এবং তার প্রিয় রাসূল ﷺ এর আদর্শে অতিবাহিত হয়, সেজন্য আমাদেরকে **মাসাইলের** ইলমও অর্জন করতে হবে।

deeniyat

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দীনিয়াত ১ম বর্ষে আসমাউল হুসনা অধ্যায় থেকে মাত্র ৩০ টি গুণবাচক নাম এমন ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যেন চলতী মাসের নামের সাথে বিগত মাসের নামও উল্লেখ থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকতার সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাম সহজে মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। আসামউল হুসনা শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করাবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মূলক কথা

আস্‌মাউল হুস্‌না ঃ মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহকে আস্‌মাউল হুস্‌না বলে।

কুরআন ঃ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্‌র অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সে সকল নাম নিয়ে তাকে স্মরণ কর। [সূরায়ে আ'রাফ : ১৮০]

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত নামসমূহ মুখস্থ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিম : ৬৮০৯, আবু হুরাইরাহ্‌ رضي الله عنه]

আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে এবং ঐ সমস্ত নাম মুখস্থকরার ব্যাপারে হাদিসে অনেক ফযিলতের কথা এসেছে, যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই পবিত্র নাম নিয়ে দু'আ করলে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দু'আ অবশ্যই কবুল করে নেন।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

‘ইসলামী জ্ঞান’ অধ্যায়ে বাচ্চাদের জন্য প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে আকাইদ, ইবাদাত ও ইসলামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জানা অতি জরুরি। প্রশ্নোত্তরগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ইসলামী জ্ঞান ঃ দ্বীন ইসলামের কথা জানাকে ‘ইসলামী জ্ঞান’ বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

[আবু দাউদ : ৩৬৪১, আবু দারদা رضي الله عنه]

ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, আর ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে হাদিসে অসংখ্য ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করে, আল্লাহ তা’আলার নিকট তার মর্যাদা অনেক বেশী। সমস্ত সৃষ্টিজীব ইলমে দ্বীন অর্জনকারীর জন্য মাগফিরাতের দু’আ করে, ফেরেস্তারা তালেবে ইলমের জন্য তাদের চলার পথে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়, সুবহানআল্লাহ।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[বক্তৃতা ও দুআ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

বক্তৃতার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন শৈশব থেকেই ইসলামের সুন্দর্যের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে। এবং নির্দ্বিধায় অন্যের কাছে দ্বিনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে। এর বড় একটি মাধ্যম হলো বয়ান ও বক্তৃতা। বক্তৃতাগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন। মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর পালাক্রমে তাদের দাড় করিয়ে বক্তৃতাগুলো শুনবেন। এবং কুরআনি দুআও মুখস্থ করিয়ে দিন।

পরিভাষা ও উৎসাহ মূলক কথা

বক্তৃতা ও দু'আ ঃ দীন ইসলামের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরাকে "বক্তৃতা" বলে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াকে "দু'আ" বলে ।

কুরআন ঃ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ [সূরায়ে রহমানঃ ৩,৪]

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বক্তৃতা শিক্ষা দিয়েছেন ।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার ।

[মুস্‌নাদে আবি য়ালা: **১৮১২**, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

ইসলামের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। দ্বীনি দাওয়াতের বড় একটি মাধ্যম হল বয়ান বা বক্তৃতা। সুতরাং বিশ্বব্যাপী সকল উম্মতের কাছে ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের বক্তৃতা চর্চা করা উচিৎ। এজন্য খুব দু'আ করতে হবে যেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের দা'ঈ হিসেবে কবুল করেন এবং বেশী বেশী দাওয়াতের কাজ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

সীরাত অধ্যায়ে প্রশ্নউত্তরের আঙ্গিকে নবীজী ﷺ এর জীবনী আনা হয়েছে। নবীজী ﷺ এর জীবন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো জানা একান্ত জরুরি, সেই বিষয়গুলোই এখানে একত্রিত করা হয়েছে।এই সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলো শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে মুখস্থ করাতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সীরাতঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বৃত্তান্তকে সীরাত বলে।

কুরআনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [সূরায়ে আহযাব : ২১]

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব।

[বুখারী: ১৫, আনাস رضي الله عنه]

প্রিয় নবীজী ﷺ এর সীরাত জানা ও পড়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য খুব জরুরী। সীরাত অধ্যায়নের দ্বারা নবীজী ﷺ এর প্রতি ভালভাসা সৃষ্টি হয়। এজন্য আমাদেরকে বেশী বেশী সীরাত অধ্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি নবীজীর আদর্শকে নিজেদের জীবনের একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করবেন।

deeniyat

৫-ভাষা

[আরবী]

সম্মানিত শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

দ্বীনিয়াত পাঠ্য সূচিতে আরবী ভাষা অধ্যায়ে গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তু সমূহের নাম, পানাহারের দ্রব্যদী, ইসলামী দিন ও মাস, শারিরীক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম এবং বিবিধ আরবী শব্দ আনা হয়েছে।

আরবী ভাষা অধ্যায়টি অন্যান্য বিষয়ের সাথে পড়াবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল সহজ শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন। শব্দের শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে পড়াবেন। যেমন : سَيَّارَةٌ কে سَيَّارَهْ পড়াবেন। এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে পিছে করে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আরবী ঃ আরবের ভাষাকে "আরবী" বলে।

কুরআন ঃ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا ۝ [সূরায়ে ইউসূফ ঃ ২]

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

মুসলমানদের আসল ভাষা হল আরবী। সুতরাং আরবী ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা থাকা উচিৎ এবং তা শেখারও চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম সাঃ এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।

মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) এর বর্ণনা

যে কোন বর্ণের মাখ্‌রাজ (উচ্চারণ স্থান) জানার সহজ নিয়ম হল, বর্ণকে সাকিন করে তার প্রথমে একটা হামযাহ্ লাগিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, আওয়াজ কোথায় গিয়ে থামছে, যেখানে থামবে ঐ অংশটা সেই অক্ষরের মাখ্‌রাজ হবে। যেমন: اِبْ، اِتْ، اِثْ

(امدّه) (ومدّه) (ی مدّه)	: মুখের ভিতরের খালি অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: بَا، بُوْ، بِيْ
(ء) (ه)	: কণ্ঠনালীর বুকের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِءْ، اِهْ
(ع) (ح)	: কণ্ঠনালীর মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِعْ، اِحْ
(غ) (خ)	: কণ্ঠনালীর মুখের দিকের অংশ হতে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِغْ، اِخْ
(ق)	: জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِقْ
(ك)	: জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِكْ
(ج) (ش) (ی غیرمده)	: জিহ্বার মাঝখান এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِجْ، اِشْ، اَیْ
(ض)	: জিহ্বার কিনারা এবং তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِضْ
(ل)	: জিহ্বার আগার কিনারা এবং সামনের উপরের আটটি দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِلْ
(ن)	: জিহ্বার আগা এবং উপরের সামনের একটি ধারালো দাঁত থেকে নিয়ে অন্য ধারালো দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اِنْ

ر	: জিহ্বার আগার পিঠ এবং সামনের উপরের চার দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُرْ
ت د ط	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُتْ، اُدْ، اُطْ
ث ذ ظ	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের চার দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُثْ، اُذْ، اُظْ
ز س ص	: জিহ্বার আগা এবং সামনের উপরের ও নীচের দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُزْ، اُسْ، اُصْ
ف	: নীচের ঠোঁটের ভিজে অংশ উপরের দুটি দাঁতের কিনারার সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُفْ
ب	: দুই ঠোঁটের ভিজে অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُبْ
م	: দুই ঠোঁটের শুষ্ক অংশ মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, যেমন: اُمْ
و غیرمده	: দুই ঠোঁট গোল করে উচ্চারিত হয়, যেমন: اَوْ

বিঃ দ্রঃ ● এই বর্ণগুলো সর্বদা পুর উচ্চারণ হয়: خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ

● এই বর্ণগুলোর উচ্চারণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে, পরিষ্কারভাবে একে অপরের আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়।

ءع، ثسص، طت، ذظث، دض، ظض، قك، حه

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

সবক ঃ ১ নুক্তার পরিচয়

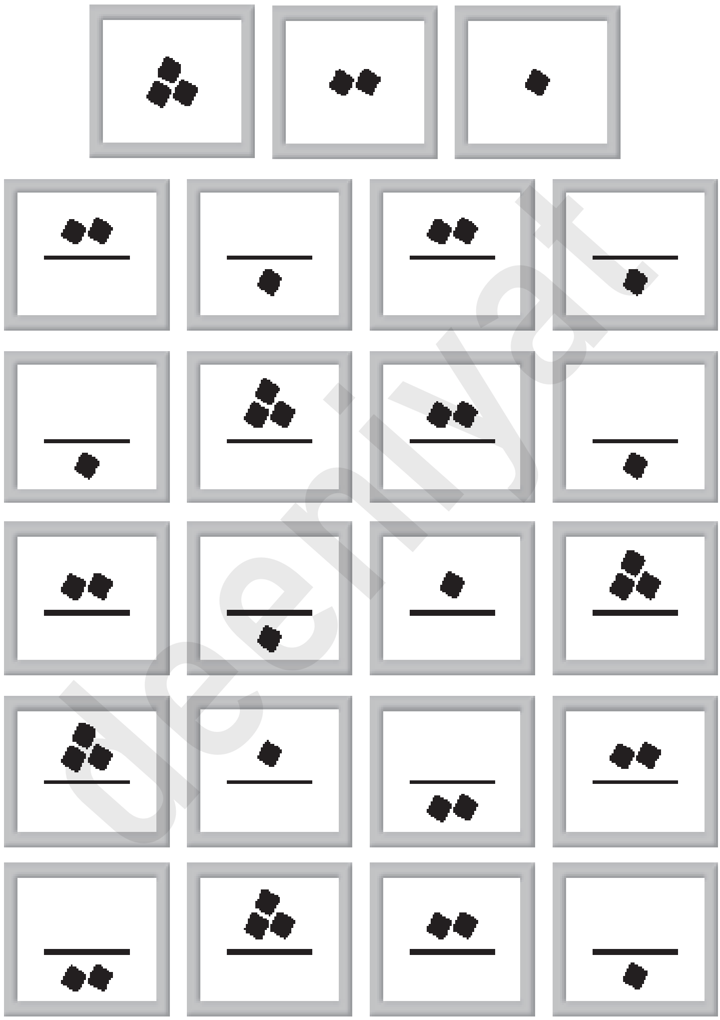

১ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

১ মাস

সবক ঃ ২ আরবি বর্ণমালার পরিচয়

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
ى	ء	ه	و	

deeniat

১ মাসে ১৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১
মাস

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ১ তা'আওউয

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

তাস্‌মিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ সূরায়ে ফাতিহা প্রথম ৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ لا الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ لا

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ ط

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ لا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۵ لا غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ ع

১ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১৫ মদের হরফের বর্ণনা

মদের হরফ তিনটি :
① যবরের বামপাশে খালি আলিফ ② পেশের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও
③ যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া
মদের হরফ হইলে তার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যবরের বামপাশে খালি আলিফ ـَا

যবরের বামপাশে খালি আলিফ মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন - বা- আলিফ যবর بَا

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	اَا
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
يَا	هَا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا

মশ্‌ক

لَهَا	كَذَا	تَابَ	خَافَ	زَادَ
دَعَانَا	شَارَبَ	جُنَاحُ	حَاسَبَ	جَاهَدَ
	كَانَتَا	فَقَالَا		

زَادَ : যা আলিফ যবর زَا, দাল যবর دَ = زَادَ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১৬ " যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা " ـِیْ

যেরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । যেমন, বা ইয়া যের بِیْ

اِیْ بِیْ تِیْ ثِیْ جِیْ حِیْ خِیْ

دِیْ ذِیْ رِیْ زِیْ سِیْ شِیْ صِیْ

ضِیْ طِیْ ظِیْ عِیْ غِیْ فِیْ قِیْ

کِیْ لِیْ مِیْ نِیْ وِیْ هِیْ ئِیْ

یِیْ

মশ্‌ক

دِیْنِیْ فِیْهِ اَرِنِیْ دُوْنِیْ اُجِیْبُ

یُوَارِیْ مَفَاتِیْحُ رَازِقِیْنَ مُؤْمِنِیْنَ عَذَابِیْ

تَمَاثِیْلُ مَقَادِیْرُ

دِیْنِیْ : দাল ইয়া- যের دِیْ, নূন ইয়া- যের - نِیْ = دِیْنِیْ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১৭ “ পেশ এর বামপাশে জযম ওয়ালা” ـُـوْ

পেশের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মদের হরফ, মদের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । যেমন, হামযা ওয়াও পেশ- اُوْ

اُوْ	بُوْ	تُوْ	ثُوْ	جُوْ	حُوْ	خُوْ
دُوْ	ذُوْ	رُوْ	زُوْ	سُوْ	شُوْ	صُوْ
ضُوْ	طُوْ	ظُوْ	عُوْ	غُوْ	فُوْ	قُوْ
كُوْ	لُوْ	مُوْ	نُوْ	وُوْ	هُوْ	ءُوْ
يُوْ						

মশ্ক

نُوْحُ	طُوْرُ	نُوْرُ	يُوْحٰى	يَقُوْمُ
تَكُوْنُ	هَارُوْنُ	قَارُوْنُ	دَاخِرُوْنَ	سَبَقُوْنَا
بَاسِطُوْنَ	رَاجِعُوْنَ			

نُوْحُ : নূন ওয়াও পেশ نُوْ , হা- পেশ حُ = نُوْحُ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবধরনের মশক

كَلَامٌ	صَحِبَ	قُتِلَتْ	طَاغُوْتَ	جَمَعَ
يَقُوْلُ	نَافَقَ	عُرِفَ	حَاوَلَ	رَشِيْدُ
أُمِرْتُ	جَبَلُ	قَابِلُ	ثَمُوْدُ	مُحِيْطُ

মদ্দে আরজির বর্ণনা ঃ

মদের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ্ হইলে মদ্দে আরজি। ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমোন– يَعْلَمُوْنَ۝ خَبِيْرٌ۝ تَعْلَمُوْنَ۝ بَصِيْرٌ۝ رَشِيْدٌ۝ مُحِيْطٌ۝

৭ মাসে ১ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

رَشِيْدُ۝

সবক ঃ ১৮ খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ

খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশকে সর্বদা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

খাড়া যবর ـٰ

খাড়া যবর আলিফে মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয় ب খাড়া যবর بٰ = ب আলিফ যবর بَا

خٰ	حٰ	جٰ	ثٰ	تٰ	بٰ	اٰ

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

صْ	شْ	سْ	زْ	رْ	ذْ	دْ
قْ	فْ	غْ	عْ	ظْ	طْ	ضْ
ءْ	هْ	وْ	نْ	مْ	لْ	كْ

ىْ

মশ্‌ক

سَمٰوٰتِ	اَبَوٰهُ	مٰلِكِ	اٰمَنَ	اٰدَمَ
كِتٰبُ	هٰذَا	اِلٰهُنَا	يَصْلِحُ	غٰوِيْنَ

ذٰلِكَ رِسٰلٰتِ

اٰدَمَ : হামযাহ খাড়া যবর اٰ, দাল যবর دَ, اٰ دَ মীম যবর مَ = اٰدَمَ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন
[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

খাড়া যের ইয় ٖ

খাড়া যের ইয়া- মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয়, বা খাড়া যের بٖ বা-ইয়া যের بِیْ

اٖ بٖ تٖ ثٖ جٖ حٖ خٖ

دٖ ذٖ رٖ زٖ سٖ شٖ صٖ

ضٖ طٖ ظٖ عٖ غٖ فٖ قٖ

كٖ لٖ مٖ نٖ وٖ هٖ ءٖ

يٖ

মশ্‌ক

اٖلٰفٖ بِهٖ عِبَادِهٖ رُسُلِهٖ نُوْرِهٖ

وَقِيْلِهٖ هٰذِهٖ بِاٰيٰتِهٖ بِكَلِمٰتِهٖ وَكُتُبِهٖ

بِيَمِيْنِهٖ بِتَأْوِيْلِهٖ

اٖلٰفٖ: হামযাহ্ খাড়া যের اٖ, লাম খাড়া যবর لٰ,اٖ,ফা- যের فِ = اٖلٰفِ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

৭ মাস

উল্টা পেশ ٗ

উল্টা পেশ ٗ ওয়াও মাদ্দাহ্‌র সমতুল্য হয়। বা উল্টা পেশ بٗ = বা ওয়াও পেশ بُوْ

أٗ	بٗ	تٗ	ثٗ	جٗ	حٗ	خٗ
دٗ	ذٗ	رٗ	زٗ	سٗ	شٗ	صٗ
ضٗ	طٗ	ظٗ	عٗ	غٗ	فٗ	قٗ
كٗ	لٗ	مٗ	نٗ	وٗ	هٗ	ءٗ
يٗ						

মশ্‌ক

لَهٗ	دَاوٗدَ	رَسُوْلُهٗ	اٰيَاتُهٗ	جُنُوْدُهٗ
تِلَاوَتُهٗ	وَرِثَهٗ	مَوَازِيْنُهٗ	جَعَلَهٗ	مَاوٗرِيَ
غَاوٗنَ	قَرِيْنُهٗ			

دَاوٗدَ: দাল আলিফ যবর دَا, ওয়াও উল্টা পেশ وٗ, দাউ, دَاوٗ দা যবর دَ = دَاوٗدَ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ৮ سُوۡرَۃُ النَّصۡرِ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿﴾

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ

فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

৭ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দু'আ ও সুন্নাত

সবক ঃ ১০ বাইতুল খালায় (বাথরুম) প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسۡمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيۡ أَعُوۡذُ بِكَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَائِثِ

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নারী-পুরুষ জ্বিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

৭ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১১ বাইতুল খালা (বাথরুম) থেকে বের হয়ে এই দু'আ পড়ব

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩০০,৩০১ আয়েশা رضي الله عنها, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাগ্‌ফিরাত কামনা করি। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে দূর করেছেন এবং আমাকে নিস্কৃতি দান করেছেন।

৭ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১২ উযুর পূর্বের দুআ

بِسْمِ اللّٰهِ

[নাসাঈ:৭৮,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ : আমি আলাহর নামে শুরু করছি।

উযূর মাঝের দুআ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

[সুনানে কুবরা নাসাঈ: ৯৯০৮, আবি মুসা رضي الله عنه]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। আমার বাড়ী প্রশস্ত করে দাও। আমার রুজিতে বরকত দিয়ে দাও।

৭ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

৭ মাস

সবক ঃ ১ নামাযের কালেমাসমূহ

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা : (নামায শুরু করার সময় বলতে হয়)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

রুকুর তাস্‌বীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

তাস্‌মী : (রুকু থেকে ওঠার সময় বলতে হয়)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

তাহ্‌মীদ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

সাজ্‌দার তাস্‌বীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সালাম :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

[তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৭ মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

সবক ঃ ৫ আস্‌মায়ে হুস্‌না ১৩,১৪,১৫

اَلْمُصَوِّرُ	اَلْغَفَّارُ	اَلْقَهَّارُ
আকৃতি দাতা	পরম ক্ষমাশীল	মহাপরাক্রান্ত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

সবক ঃ ৬ আস্‌মাউল হুস্‌না ১৬,১৭,১৮

اَلْوَهَّابُ	اَلرَّزَّاقُ	اَلْفَتَّاحُ
মহাবদান্য?	জীবিকাদাতা	মহাবিজয়ী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৭ মাস

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক ঃ ১

প্রশ্ন ঃ নবী কে হন?

উত্তর ঃ নবী আল্লাহ্ তা'আলার নির্বাচিত সৎ বান্দা হন, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় ব্যক্তি কে?

উত্তর ঃ আমাদের প্রিয় ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর নাম কি ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর নাম হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৩৭]

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর ঃ আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

[ই'লামুল নববিয়াহ্ : ১/১৯৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ কখন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

[আসসীরাতুন নুবুবিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৯৪]

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

৭ মাস

সবক ঃ ২

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর পিতার নাম কি ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/২৯৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর মাতার নাম কি ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর মাতার নাম আমিনা ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩০৫]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর দাদার নাম কি ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩০৫]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর চাচার (যিনি তার লালন পালন করেছিলেন) নাম কি ছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর চাচার নাম ছিল আবু তালিব ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম : ১/৩১৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর কতজন পুত্র সন্তান ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর তিনজন পুত্র সন্তান ছিল; ① আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه ② ক্বাসিম رضي الله عنه ③ ইব্রাহীম رضي الله عنه

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

مধু	عَسَلٌ

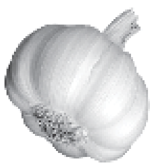

রসুন	ثُوْمٌ

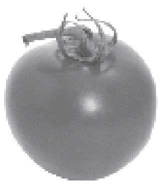

টমাটর	طَمَاطِمٌ

গম	قَمْحٌ

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে কাসীর : ১/২৬৪]

বেগুন	بَاذِنْجَانٌ

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৫ - ভাষা

[আরবী]

৭ মাস

সবক ঃ ৩ ফলসমূহের নাম

আপেল	تُفَّاحٌ

আনার	رُمَّانٌ

আঙ্গুর	عَنَبٌ

মালটা	بُرْتَقَالٌ

আম	اَنْبَجٌ

৭ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১৯ লীনের হরফের বর্ণনা

লীনের হরফ দুইটি :- ১. যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, ২. যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

ওয়াও লীন ـَـوْ

যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন: بَا ওয়াও যবর بَوْ

خَوْ	حَوْ	جَوْ	ثَوْ	تَوْ	بَوْ	اَوْ
صَوْ	شَوْ	سَوْ	زَوْ	رَوْ	ذَوْ	دَوْ
قَوْ	فَوْ	غَوْ	عَوْ	ظَوْ	طَوْ	ضَوْ
ءَوْ	هَوْ	وَوْ	نَوْ	مَوْ	لَوْ	كَوْ
			يَوْ			

মশ্‌ক

مَوْتُ	سَوْفَ	صَوْمُ	حَوْلَ	اَوْفِ

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

৮ মাস

فَوْزُ	كَوْثَرَ	بَغَوْتَ	شَرَوْهُ	دَعَوْتُ
بَنَوْهَا	بَلَوْنَا			

اَوْفِ : হামযাহ্ ওয়াও যবর اَوْ, ফা যের ফী فِ=اَوْفِ

৮ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

ইয়ায়ে লীন ـَىْ

যবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হরফ, লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন: বা ইয়া যবর بَىْ

اَىْ	بَىْ	تَىْ	ثَىْ	جَىْ	حَىْ	خَىْ
دَىْ	ذَىْ	رَىْ	زَىْ	سَىْ	شَىْ	صَىْ
ضَىْ	طَىْ	ظَىْ	عَىْ	غَىْ	فَىْ	قَىْ
كَىْ	لَىْ	مَىْ	نَىْ	وَىْ	هَىْ	ءَىْ
يَىْ						

deeniyat

মশ্ক

أَيْنَ	صَيْفِ	إِلَيْكَ	غَيْرِى	عَلَيْهَا
أَوْحَيْتُ	أَبَوَيْهِ	عَيْنَيْنِ	بَنَيْنَا	هَيْهَاتَ
لَارَيْبَ	سُلَيْمٰنَ			

اَيْنَ : হামযাহ্ ইয়া যবর اَىْ , নূন যবর نَ = اَيْنَ

মদের হরফ ও লীনের হরফের মশ্ক

بَيْنِى	بِاَيْدِى	رَازِقِيْنَ	عَيْنَيْنِ
مَوْعُوْدُ	مَكَانَ	يَسْتَوْفُوْنَ	رُءُوْسِهِمْ
فِرْعَوْنَ	عَلَيْهِمْ	هَيْهَاتَ	يَرَوْنَهَا
سَيَعْلَمُوْنَ	كَفَرُوْنَ	كَيْدِى	يَسْمَعُوْنَ

৮ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

৮ মাস

সবক ঃ ২০ তান্‌বীনের বর্ণনা

দুই যবর ـً , দুই যের ـٍ , এবং দুই পেশ ـٌ , কে তান্‌বীন বলে। তান্‌বীনের আওয়াজ নাকের মধ্যে হয়। যেমন বা দুই যবর بً, বা দুই যের بٍ , বা দুই পেশ بٌ।

দুই যবর এর তান’বীন ـً

○ যে অক্ষরের উপর দুই যবর হয় ঐ অক্ষরের পরে আলিফ লেখা হয়।

خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	أً
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ءًا	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا
			يًا			

৮ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

দুই যের এর তান'বীন ٍ

خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ
قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ
ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ
			يٍ			

৮ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দুই পেশ এর তান'বীন ٌ

خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	اٌ
صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ
قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ

deeniyat

كٌ	لٌ	مٌ	نٌ
وٌ	هٌ	ءٌ	يٌ

৮ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২১ নূন সাকিনের বর্ণনা

যে নূনের উপর সুকূন (জযম) হয় তাকে নূন সাকিন বলে। তান্‌বীন্ এবং নূন সাকিনের আওয়ায একই রকম হয়। যেমন: বা দো যবর বান بًا বা যবর নূন জযম بَنْ

تًا	تَنْ	تٍ	تِنْ	تٌ	تُنْ
ثًا	ثَنْ	ثٍ	ثِنْ	ثٌ	ثُنْ
جًا	جَنْ	جٍ	جِنْ	جٌ	جُنْ
دًا	دَنْ	دٍ	دِنْ	دٌ	دُنْ

৮ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ৯ সূরায়ে লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

تَبَّتْ يَدَآ اَبِیْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ۝۱ مَآ اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا

كَسَبَ ؕ ۝۲ سَيَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۳ ۚۖ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۴ ۚ فِیْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝۵ ع

৮ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১০ সূরায়ে ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝۳ ۙ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۴ ع

৮ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১৪ উযূর শেষে এই দুআ পড়ব

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

[তিরমিযী: ৫৫, উমর رضي الله عنه]

অর্থ : আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরে স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তার বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তাওবাকারীদের এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

হিফযে হাদিস

সবক ঃ ১

হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) খুব সহজ।

সবক ঃ ২ হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নামায বেহেস্তের চাবি।

৮ মাসে ৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩ হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরারাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে প্রতারনা করে সে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

সবক ঃ ৪ হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কথা বলার পূর্বে সালাম কর ।

সবক ঃ ৫ হাদীস নম্বর ৫ আচার-আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সত্যকথা বলা তোমাদের উপর অপরিহার্য ।

৮ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

৮ মাস

সবক ঃ ২ ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ [তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضي الله عنه]

৮ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩ তাশাহ্হুদ্

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ [বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

৮ মাসে ১৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আস্‌মাউল হুস্‌না]

সবক ঃ ৩ আস্‌মাউল হুস্‌না ১৯,২০,২১,২২

ٱلْخَافِضُ	ٱلْبَاسِطُ	ٱلْقَابِضُ	ٱلْعَلِيمُ
অবনমনকারী	সম্প্রসারণকারী	সংকোচনকারী	মহাজ্ঞানী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

الْخَافِضُ

৮ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৪ আস্‌মাউল হুস্‌না ২৩,২৪,২৫,২৬

ٱلسَّمِيعُ	ٱلْمُذِلُّ	ٱلْمُعِزُّ	ٱلرَّافِعُ
সর্বশ্রোতা	হতমানকারী	সম্মানদাতা	উন্নয়নকারী

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

৮ মাস

[আস্‌মাউল হুস্‌না]

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ

৮ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৫ আস্‌মাউল হুস্‌না ২৭,২৮,২৯,৩০

اَلْبَصِيْرُ	اَلْحَكَمُ	اَلْعَدْلُ	اَللَّطِيْفُ
সর্বদ্রষ্টা	মিমাংসাকারী	ন্যায়নিষ্ঠ	সূক্ষ দক্ষতাসম্পন্ন

هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ

اللَّطِيفُ

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৩

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর কতজন কন্যা সন্তান ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ -এর চারজন কন্যা সন্তান ছিল; ① যায়নাব رضي الله عنها, ② রুক্কাইয়া رضي الله عنها, ③ উম্মে কুলসূম رضي الله عنها ④ ফাতিমা رضي الله عنها।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে কাসীর :১/২৬৪, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর সময় আমাদের নবীজী ﷺ -এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ -এর বয়স ৬৩ (তিষট্টি) বছর ছিল ।

[বুখারী : ৪৪৬৬, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ কত বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন । [বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ মক্কায় কত বছর ছিলেন ?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ মক্কায় ৫৩ (তেপ্পান্ন) বছর ছিলেন ।

[বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ কে আরবের লোকেরা কি বলে ডাকত?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ কে আরবের লোকেরা সাদিক (সত্যবাদী) এবং আল আমীন (আমানতদার) বলে ডাকত ।

[আননুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া ফিল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ্ ১/৯৪]

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৪

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ মদীনায় কত বছর ছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের নবীজী ﷺ মদীনায় ১০ (দশ) বছর ছিলেন।

[বুখারী : ৩৮৫১, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ সর্বশেষ নবী কে ?

উত্তর ঃ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

[আবূদাউদ : ৪২৫২, সাওবান رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবীজী ﷺ এর পরেও কি কোন নবী আসবে ?

উত্তর ঃ আমাদের নবী ﷺ এর পরে কোন নবী আসবে না।

[আবূদাউদ : ৪২৫২, সাওবান رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমরা কোন্ নবীর উম্মত ?

উত্তর ঃ আমরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত।

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মগত সম্পর্ক আরবের কোন বংশের সাথে ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মগত সম্পর্ক আরবের "কুরাইশ" বংশের সাথে ছিল।[তিরমিযী: ৩৬০৬, ওয়াসিলাহ্ বিন আসকা رضي الله عنه]

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৫ - ভাষা

[আরবী]

কলা	مَوْزٌ

খরবুজা	بِطِّيخٌ

আঞ্জির	تِيْنٌ

জাইতুন	زَيْتُوْنُ

চিকু	شُفَاطَةٌ

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক-৫ শরীরের অঙ্গপতঙ্গসমূহ

কপাল	نَاصِيَةٌ

মুখ মণ্ডল	وَجْهٌ

কাঁধ	مَنْكِبٌ

গলা	جِيْدٌ

বাহু	عَضُدٌ

৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ২২ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর হুরূফে হালক্বীর ছয়টি হরফ অর্থাৎ "خ، غ، ح، ع، ه، ء" এর মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তখন নূন সাকিন অথবা তানবীনের আওয়াযকে বিনা গুন্নায় তাড়াতাড়ি পড়তে হয় ।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ	جُرُفٍ هَارٍ	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
نَارٌ حَامِيَةٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
مِنْ اَخِيْهِ	مِنْ هَادٍ	فَمَنْ عُفِيَ
وَمَنْ حَوْلَهٗ	مِنْ غَيْرِهٖ	لِمَنْ خَشِيَ

طَيْرًا اَبَابِيْلَ: ত্ব-ইয়া যবর طَيْ, র-দু'যবর ا رًا= طَيْرًا। হামযাহ্ যবর اَ = طَيْرًا اَ ।
বা-আলিফ যবর بَا=طَيْرًا اَبَا বা-ইয়াযের بِيْ = طَيْرًا اَبَابِيْ -লাম যবর لَ
= طَيْرًا اَبَابِيْلَ

৯ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

২ - হাদীস

[দুআ, সুন্নাত]

১ মাস

সবক ঃ ১ খানার শুরুতে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ

[তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে (খাওয়া আরম্ভ করছি ।)

১ প্রথম মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়ব

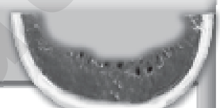

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

[আবূদাউদ : ৩৭৬৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাচ্ছি ।

১ প্রথম মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩ খানার শেষে এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবু সায়িদ (রা.)]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানাহার করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন ।

১ প্রথম মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১ মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ১ কালেমায়ে তাইয়েবা (অর্থসহ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

[আল মু'জামুস সাগীর : ৯৯২, উমর ﷺ]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল।

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৩- আকাইদ, মাসাইল

মাসাইল

সবক ঃ ১ গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি:

① মুখ ভরে কুলি করা। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

② নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

③ সমস্ত শরীরে (এমনভাবে) পানি পৌঁছানো (যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে।) [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

১ মাস

সবক ঃ ১

প্রশ্ন ঃ তুমি (ধর্মসূত্রে) কে ?

উত্তর ঃ আমি মুসলমান । [সূরায়ে আহকাফ্ : ১৫]

প্রশ্ন ঃ তোমার ধর্ম কি ?

উত্তর ঃ আমার ধর্ম ইসলাম । [সূরায়ে আলে ইমরান : ১৯]

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কি শিক্ষা দেয় ?

উত্তর ঃ ইসলাম এ কথা শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল । [বুখারী : ৩৪৩৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ ইসলামের কালিমা (ধর্মীয় বাণী বা প্রতিজ্ঞাবাক্য) কি ?

উত্তর ঃ ইসলামের কালিমা لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

[আল মু'জামে সাগীর : ৯৯২, উমর رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমাদেরকে এবং চন্দ্র, সূর্য, আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ আমাদেরকে এবং চন্দ্র, সূর্য, আসমান-যমীনসহ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন । [সূরায়ে আনকাবূত : ৬১,সূরায়ে সাজদা:]

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ১ গণনা أَعْدَادٌ

١	وَاحِدٌ

٢	اِثْنَانِ

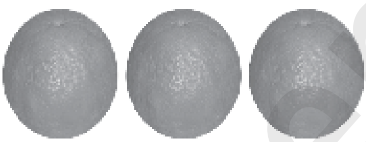

٣	ثَلَاثَةٌ

٤	أَرْبَعَةٌ

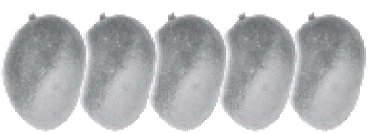

٥	خَمْسَةٌ

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

leeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

২ মাস

সবক ঃ ৩ আরবি বর্ণমালার পরিচয়

হরফের তরতীব পরিবর্তন করে ব্লাক বোর্ডের মাধ্যমে শিখাবেন

ج	ب	ذ	ث	ا
خ	ت	ح	ر	د
س	غ	ز	ض	ش
ف	ص	ع	ل	ط
ك	ه	ظ	ن	ق
	و	ء	م	ى

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ১ তা'আওউয (অর্থসহ)

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

২ দ্বিতীয় মাসে ৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

তাস্‌মিয়া (অর্থসহ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অর্থ : পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

২ দ্বিতীয় মাসে ৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ সূরায়ে ফাতেহা (শেষের ৩ আয়াতসহ মুখস্থ করাবেন)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ﴿۴﴾

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾ ع

২ দ্বিতীয় মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৪ খানার সুন্নাতসমূহ

১	দস্তরখান বিছানো।	[বুখারী : ৫৪১৫, আনাস رضي الله عنه]
২	দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।	[তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه]
৩	খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া।	[তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]
৪	সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী বসা (এক হাঁটু উঠিয়ে কিংবা দুই হাটু বিছিয়ে বসা) আকৃতিতে বসা)।	[ফাতহুলবারী: ৯/৫৪২]
৫	ডান হাত দিয়ে খাওয়া।	[বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]
৬	নিজের সামনে থেকে খাওয়া।	[বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]
৭	তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া (রুটির ক্ষেত্রে)	[মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক رضي الله عنه]
৮	যদি কোন লোকমা পড়ে যায়, তবে তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া।	[মুসলিম : ৫৪২১, জাবির رضي الله عنه]
৯	পাত্র ও আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া।	[মুসলিম : ৫৪২০, জাবির رضي الله عنه]
১০	হেলান দিয়ে না খাওয়া।	[তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা رضي الله عنه]
১১	খাবারের দোষ ত্রুটি না ধরা।	[বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]
১২	অত্যধিক গরম খাদ্য না খাওয়া।	[মুসতাদ্রাক : ৭১২৫, জাবির رضي الله عنه]
১৩	খাবার শেষে দু'আ পড়া।	[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]
১৪	খাওয়ার পর হাত ধোয়া এবং কুলি করা।	[তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه, বুখারী ৫৪৫৪, সুওয়াইদ رضي الله عنه]

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

২ মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ২ কালেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন আস رضي الله عنهما]

২ দ্বিতীয় মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টিঃ

① সমস্ত মুখমন্ডল ধোয়া (কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমন্ডল ধোয়া ।)

[শামী : ১/২৩৫ আরকানুল ওযূ]

② কনুইসহ দু'হাত ধোয়া । [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

③ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা । [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল ওযূ]

④ গোড়ালীসহ দু'পা ধোয়া । [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

২ দ্বিতীয় মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ২

প্রশ্ন ঃ আমাদেরকে কে রিযিক দান করেন?

উত্তর ঃ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক দান করেন।
[সূরায়ে সাবা : ২৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের দুআ কে শোনেন ?

উত্তর ঃ আমাদের দুআ আল্লাহ্ তা'আলা শোনেন।
[সূরায়ে বাকারাহ্ : ১৮৬]

প্রশ্ন ঃ জীবন-মরণ কে দান করেন?

উত্তর ঃ জীবন-মরণ আল্লাহ তা'আলা দান করেন। [সূরায়ে শুআরাহ্ : ৮১]

প্রশ্ন ঃ মুসলমান একমাত্র কার সম্মুখে তার মাথা নত করে ?

উত্তর ঃ মুসলমান একমাত্র আল্লাহ্র সম্মুখে তার মাথা নত করে।
[সূরায়ে হজ্জ : ১৮]

প্রশ্ন ঃ মহা ঐশীগন্থ আল-কুরআনুল কারীম কার কিতাব?

উত্তর ঃ মহা ঐশীগন্থ আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহর কিতাব।
[সূরায়ে ফাতির : ২৯]

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

২ মাস

৫- ভাষা

[আরবি]

٦	سِتَّةٌ

٧	سَبْعَةٌ

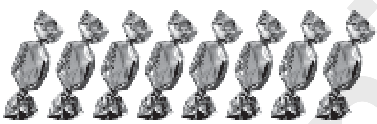

٨	ثَمَانِيَةٌ

٩	تِسْعَةٌ

١٠	عَشَرَةٌ

deeniyat

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

৩ মাস

সবক ঃ ৪ যুক্তাক্ষরের আকৃতি

ا ـا	اب	با	ام	ما	ال	لا	اك	كا

بـ ـبـ تـ ـتـ ثـ ـثـ	بب	بج	بتر	تت	ثن	لث	بق	تف

جـ ـجـ حـ ـح	جب	جل	حجب	حل	لح
خـ ـخـ	حى	خف	خس	خق	مخ

ـد ـذ	دب	بد	بدن	ذر	بذل	لذ
ـر ـز	رس	سر	زم	مز	زر	زن

سـ ـسـ شـ ـشـ	سج	سل	مسس	شر	شط	طش
صـ ـصـ ضـ ـضـ	صب	بص	بصل	ضا	كض	نضر

ط ظ	طب	بط	بطل	حط	ظر	لظ	ظلك	كظ

৩ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩ মাস

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ৩ سُوۡرَۃُ الۡفِیۡلِ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ ؕ﴿۱﴾ اَلَمۡ یَجۡعَلۡ

کَیۡدَهُمۡ فِیۡ تَضۡلِیۡلٍ ۙ﴿۲﴾ وَّ اَرۡسَلَ عَلَیۡهِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ ۙ﴿۳﴾

تَرۡمِیۡهِمۡ بِحِجَارَۃٍ مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ۪ۙ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمۡ کَعَصۡفٍ مَّاۡکُوۡلٍ ﴿۵﴾

৩ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দু'আ ও সুন্নাত
সবক ঃ ৫ পানি পান করার সুন্নাতসমূহ

① ডান হাত দ্বারা পান করা। [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর رضي الله عنهما]

② বসে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস رضي الله عنه]

③ দেখে(নিয়ে)পান করা। [আবূদাউদ:৩৮১৯,ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما,বযলুল মাজহুদ:১১/৪৫০,ম]

④ بِسۡمِ اللّٰهِ পড়ে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

⑤ তিন শ্বাসে পান করা। [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস رضي الله عنه]

⑥ পান করার পর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

৩ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

৩ মাস

[আকাইদ]

কালেমায়ে শাহাদাত (অর্থসহ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন আস رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।

৩ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩ উযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

আটটি জিনিসের দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয় সেগুলোকে ‘নাওয়াকিযে উযূ’ বলা হয় ।

(১) প্রশ্রাব-পায়খানা করা অথবা ঐ দুই রাস্তা দিয়ে অন্যকিছু বের হওয়া । [শামী-১/৩৬৫ নাওয়াকিযুল উযূ]

(২) পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হওয়া । [শামী-১/৩৬৫ প্রাগুক্ত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৩) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া । [বাদাইউসসানাই-১/২৪ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৪) মুখভরে বমি করা । [শামী-১/৩৭৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৫) চিত বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো । [শামী-১/৩৮৬, কিতাবুত্তাহারাত-নাওয়াকিযুল উযূ]

(৬) অসুস্থ কিংবা অন্য কোনো কারণে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া । [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

(৭) পাগল বা মাতাল হয়ে যাওয়া । [শামী-১/৩৯৬, নাওয়াকিযুল উযূ]

(৮) জানাযার নামায ব্যতিত যে কোনো নামাযে উচ্চস্বরে হাসা । [শামী-১/৩৯৬ নাওয়াকিযুল উযূ]

৩ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৩ মাস

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৩

প্রশ্ন ঃ আল-কুরআনুল কারীম কী শিক্ষা দেয় ?

উত্তর ঃ আল-কুরআনুল কারীম ইহ্‌কাল ও পরকালের সকল প্রকার কল্যাণ শিক্ষা দেয় । [সূরায়ে বানি ইসরাঈল : ৯]

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর পর কি পুনঃরায় জীবিত হতে হবে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মৃত্যুর পর পুনঃরায় জীবিত হতে হবে । [সূরায়ে ইয়াসিন :৭৯]

প্রশ্ন ঃ ফেরেস্তা কাদের বলে ?

উত্তর ঃ নূরের তৈরি এক ধরণের সৃষ্টিকে ফেরেস্তা বলে ।

[মুসলিম : ৭৬৮৭, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্ন ঃ ফেরেস্তার সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ অগণিত, অসংখ্য । তাদের সংখ্যা মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জানা নেই । [সূরায়ে মুদ্দাসসির : ৩১]

প্রশ্ন ঃ বিখ্যাত ফেরেস্তা কত জন ?

উত্তর ঃ বিখ্যাত ফেরেস্তা ৪ (চার) জন । [উমদাতুল ক্বারী : ২২/ ৪৫৮]

৩ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ২ বিবিধ

জী, হ্যাঁ	نَعَمْ

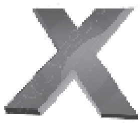

না	لَا

বাস	حَافِلَةٌ

গাড়ি, কার	سَيَّارَةٌ

অসুস্থ	مَرِيضٌ

ধন্যবাদ	شُكْرًا

৩ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৩ মাস

৫- ভাষা

[আরবি]

বিমানবন্দর	مَطَارٌ

পাসপোর্ট	جَوَازٌ

হোটেল	فُنْدُقٌ

এটা কি?	أَيْشْ هٰذَا؟

পয়সা কোথায়?	أَيْنَ فُلُوْسٌ؟

৩ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

৪ মাস

عـ ـعـ / غـ ـغـ	عش	شع	عل	فعل	غل	لغ	غم	مغ
فـ ـفـ ـف / قـ ـقـ ـق	فت	فر	صف	قفس	قل	قط	حق	حقا
كـ ـكـ ـكـ / لـ ـلـ	كج	جلك	لن	صلك	خل	كف	فلك	كن
مـ ـمـ ـم / نـ ـنـ	مل	بم	عم	مع	نف	منه	كن	عن
و ـو / هـ ـهـ ـه	سو	وس	ذو	شو	هل	بهم	له	هب
ئـ يـ أ / ـئـ ـئـ ؤ ئ	ئم	فئه	يد	فيه	يو	مأ	يؤ	مرئ

৪ মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৪
মাস

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

সবক ঃ ৫

যুক্তাক্ষর প্রথম, মাঝ ও শেষে হওয়ার মশ্‌ক

ثمر	ختم	تبع	بحر	حقا
عدل	سخر	حجج	جبل	كثر
صبر	بشر	شيم	مسك	سبع
بكر	قفس	فهم	فعل	بصر
هضم	عنب	نمو	ملك	لحق
	ليس	يلد	فيه	

৪ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবক ঃ ৪ سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۬ۙ

وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۧ﴿۴﴾

৪ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দু'আ ও সুন্নাত

সবক ঃ ৭ দুধ পান করার পর এই দুআ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

[তিরমিযী : ৩৪৫৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের আরো বেশী করে দান করো।

৪ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৪ মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৩ ঈমানে মুজমাল (অর্থসহ)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ

جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

অর্থঃ আমি আল্লাহর উপর তদ্রূপ ঈমান এনেছি যেমনভাবে তিনি নিজ নাম ও গুণাবলিসহ রয়েছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে নিয়েছি।

৪ মাসে ১৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৪ পাঁচ ওয়াক্তের নামায

প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। যেমন-

① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগ্‌রিব ⑤ ইশা

ফজরের নামায মোট ৪ রাকা'আত।

যোহরের নামায মোট ১২ রাকা'আত।

আসরের নামায মোট ৮ রাকা'আত।

মাগ্‌রিবের নামায মোট ৭ রাকা'আত।

ইশার নামায মোট ১৭ রাকা'আত।

৪ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৪

প্রশ্ন ঃ বিখ্যাত ফেরেস্তাদের নাম বল ।

উত্তর ঃ হযরত জিব্রাঈল عليه السلام হযরত মিকাইল عليه السلام হযরত আযরাঈল عليه السلام এবং হযরত ইস্রাফীল عليه السلام [উমদাতুল ক্বারী : ২২/ ৪৫৮]

প্রশ্ন ঃ ইসলামের বুনিয়াদ (ভিত্তি) কয়টি জিনিসের উপর ?

উত্তর ঃ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর, যথা- কালিমা নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত । [বুখারী : ৮,ইবনে উমর رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ ইসলাম ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত কোনটি ?

ইসলাম ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামায । [মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ কোন্ মাসের রোযা ফরয ?

উত্তর ঃ রমাযান মাসের রোযা ফরয । [সূরায়ে বাকারাহ্ : ১৮৫]

প্রশ্ন ঃ মুসলমান হজ্ব করতে কোথায় যায় ?

উত্তর ঃ মুসলমান হজ্ব করতে মক্কা মুকাররমায় যায় । [সূরায়ে আলে ইমরান : ৯৬-৯৭]

৪ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৪ মাস

৫- ভাষা

[আরবি]

সবক ঃ ৩ مَأْكُوْلَاتٌ وَمَشْرُوْبَاتٌ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য

পানি	مَاءٌ

রুটি	خُبْزٌ

আলু	بَطَاطِسٌ

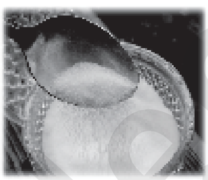

চিনি	سُكَّرٌ

রস	عَصِيْرٌ

খেজুর	تَمْرٌ

৪ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৫- ভাষা

[আরবি]

৪ মাস

	চাল	أَرُزٌّ
	লবন	مِلْحٌ
	ডিম	بَيْضَةٌ
	মরিচ, ঝাল	فِلْفِلٌ
	তরকারী	إِدَامٌ
	গোস্ত	لَحْمٌ

deeniyat

৪ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৫
মাস

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

সবক ঃ ৬ হারাকাতের বর্ণনা

① এক যবর ـَــ ,এক যের ـِــ ,ও এক পেশ ـُــ কে হারাকাত বলে ।

② যে হরফে যবর, যের কিংবা পেশ হয় তাকে মুতাহার্রিক (হারাকাতযুক্ত হরফ) বলে ।

③ হারাকাতযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়, টেনে পড়া নিষেধ । যেমন, بَسُ এর بَا

④ আলিফ সর্বদা (হারাকাত এবং জযম থেকে) খালি হয় । হামযাহ্ কখনও খালি হয় না ।

যবর ـَــ

"যবর" যুক্ত হরফ তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না ।

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ءَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ
			يَ			

৫ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

যবরযুক্ত দুই হরফের মশ্ক

فَرَ	بَرَ	كَاَ	لَكَ	ضَعَ	فَعَ
جَدَ	دَرَ	وَلَ	اَرَ	حَجَ	نَفَ

فَعَ :ফা- যবর فَ, আঈন যবর عَ = فَعَ

যবরযুক্ত তিন হরফের মশ্ক

بَلَغَ	دَخَلَ	كَسَبَ	عَبَدَ	وَدَعَ	دَرَسَ
سَمَكَ	لَحَدَ	مَجَدَ	سَجَدَ	بَصَرَ	وَجَدَ
اَحَدَ	قَمَرَ	عَدَدَ	فَطَرَ	مَثَلَ	اَخَذَ

دَرَسَ : দাল যবর دَ، রা-যবর رَ, دَرَ, سَ সীন যবর سَ = دَرَسَ

deeniyat

সবক ঃ ৭ যের ــِـ

যেরযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না, মা’রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (যের এর আওয়ায নীচের দিকে হয়)

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ءِ	هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ
			يِ			

যেরযুক্ত দুই হরফের মশ্ক

بَرِ	اِرَ	فِيَ	لِيَ	بِهِ	بِلِ	اِبِ
	جَزِ	گَوِ	ثُكِ	رَتِ	ثُقِ	

اِبِ: হামযাহ যের اِ, বা যের بِ = اِبِ

৫ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

যেরযুক্ত তিন হরফের মশ্‌ক

اِبِلِ	رَدِفَ	حَمِدَ	شَهِدَ	بَخِلَ
سَخِرَ	رَحِمَ	لَعِبَ	شَرِبَ	عَمِلَ
بَرِقَ	خَطِفَ	جَزِعَ	سَقِمَ	غَشِقَ

اِبِلِ : হামযাহ যের اِ, বা- যের بِ اِبِ, লাম যের لِ = اِبِلِ

৫ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৮ পেশ ُ

পেশযুক্ত হরফকে তাড়াতাড়ি পড়বে, মোটেও টানবে না। মা'রূফ পড়বে, মাজহূল পড়বে না। (পেশ এর আওয়ায সামনের দিকে যায় আর ঠোঁট গোল হয়)।

اُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ	خُ
دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ	شُ	صُ
ضُ	طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ	قُ

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

كُ	لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	ءُ
يُ						

পেশযুক্ত দুই হরফের মশ্ক

لُثُ	كُفُ	حُفُ	تُبُ	كُتُ	خُلُ	حَرُ
غُزَ	كُلُ	لَهُ	لُقَ	هُدَ		

لُثُ : লাম পেশ لُ, সা পেশ ثُ = لُثُ

পেশযুক্ত তিন হরফের মশ্ক

رُسُلُ	سُدُسُ	صُحُفُ	كَرُمَ	قَلَمُ
بَلَدُ	قُدِرَ	نَصَرُ	قُتِلَ	نَضَعُ
حَرُمَ	حَجَرُ	شَجَرُ	بَعُدَ	قَرُبَ

رُسُلُ : র পেশ رُ, সীন পেশ سُ ، رُسُ, লাম পেশ - لُ = رُسُلُ

৫ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

৫ মাস

সবক ঃ ৫ سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ

الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ

لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

৫ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দু'আ ও সুন্নাত

সবকঃ ৬ পানি পান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

[কানযুল উম্মাল:১৮২২৬, আবি জাফার رحمه الله মুরসালান]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সুস্বাদু পানি পান করালেন এবং ঐ পানিকে আমাদের গুনাহের কারণে লবনাক্ত ও তিক্ত করেন নি।

৫ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫
মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সবক ঃ ৪ ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوْتِ

৫ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৫ নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে ৭ ফরয, যাকে 'শারায়েত' বলে।

১	শরীর পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
২	কাপড় পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৩	নামাযের জায়গা পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৪	সতর ঢাকা।	[শামী : ৩/২৪৯, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৫	নামাযের সময় হওয়া।	[বাদায়িউসসানায়িউ : ১/১২১, ফাসলুন ফি শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]
৬	ক্বিবলার দিকে মুখ করা।	[শামী : ৩/৩৩০, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
৭	নিয়্যাত করা।	[শামী : ৩/২৮৫, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

৫ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৫

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীম কত বছরে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীম (২৩) তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে।

[রুহুল মাআ'নী : ৫/১৭০]

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীমে মোট কত পারা আছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীমে মোট ৩০/ পারা আছে।

[তারীখে কুরআ-নুল কারীম : ১/১৯২]

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীমে মোট কয়টি সূরা আছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীমে মোট ১১৪/ টি সূরা আছে।

[তারীখে কুরআ-নুল কারীম : ১/১৯২]

প্রশ্ন ঃ জান্নাতের দারোগার নাম কি?

উত্তর ঃ জান্নাতের দারোগার নাম "রিজওয়ান"।

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৬৯৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ জাহান্নামের দারোগার নাম কি?

উত্তর ঃ জাহান্নামের দারোগার নাম "মালিক"।

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৬৯৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنهما]

৫ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫ মাস

৫- ভাষা

[আরবি]

টুপি	قَلَنْسُوَةٌ

জামা	قَمِيْصٌ

পায়জামা	سَرْوَلَةٌ

ঘড়ি	سَاعَةٌ

মোবাইল	جَوَّالٌ

ব্যাগ	حَقِيْبَةٌ

৫ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫- ভাষা

[আরবি]

৫ মাস

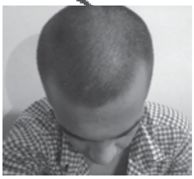	মাথা	رَأْسٌ
	চক্ষু	عَيْنٌ
	কান	أُذْنٌ
	মুখ	فَمٌ
	হাত	يَدٌ
	পা	رِجْلٌ

৫ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৯ সবধরনের হারাকাতের মশ্ক

كَمَثَلِ	وَجَعَلَ	وَبَسَرَ	فَبَصُرَ	فَسَجَدَ
وَرَجُلٍ	فَفَزِعَ	خَلَقَكَ	وَوَقَعَ	وَجُمِعَ
رَزَقَكَ	ذَرَاكَ	وَيَرِثُ	فَقُتِلَ	وَجَدَكَ
فَبُهِتَ	اَعِظُكَ	رُسُلِكَ	وَقَعَتِ	شَجَرَةٌ

৬ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১০ সুকূন (জযমের) ـْـ বর্ণনা

সুকূনকে "জযম"ও বলে, যে হরফের উপর জযম হয় তাকে "সাকিন" বলে। সাকিনযুক্ত হরফকে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে।

যবরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন - হামযাহ বা- যবর -اَبْ,বা- তা- যবর-بَتْ

بَتْ	حَثْ	گَجْ	مَحْ	بَحْ

شَذْ	اَهْلَ	عَرْضَ	كَشْفَ	نَصْرَ
حَمْدَ	بَعْدَ	اَسْفَرْ	اَمُرْلَمْ	اَسْلَمْ
	نَفْعَلْ	اَكْبَرْ	عَسْعَسْ	

যেরসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন : নূন-বা-যের نِبْ ওয়াও-তা-যের وِتْ

بِسْ	حِصْ	عِظْ	مِعْ	صِغْ
صِفْ	مِلْكَ	مِلْحُ	طِفْلُ	ذِكْرَ
زِلْتَ	كِبْرُ	اَكْرِمْ	اَنْزِلْ	تَمْلِكُ
	اَحْسِنْ	يَغْفِرْ	مَسْجِدْ	

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৬
মাস

১-কুরআন
[নূরানী ক্বায়েদাহ্]

قُلْتُمْ دُفْ
يُشْهَدُ عَنْهُمْ
اُدْخُلْ خِفْتُمْ

পেশসহ সুকূনের উদাহরণ

যেমন : دُفْ : দাল- ফা- পেশ = دُفْ

كُنْ	هُمْ	دُلْ	بُكْ	دُفْ
قُلْتُ	اُذْنُ	حُزْنُ	مُلْكُ	قُلْ
اُدْخُلْ	قُلْتُمْ	هُدْهُدْ	حُسْنُ	فُلْكُ
	يُشْهَدُ	يُغْفَرُ	يُبْعَثُ	

তিন হারাকাতসহ সুকূনের মশ্‌ক

قُلْتُمْ	اِهْبِطْ	اِحْمِلْ	وَعْدُكَ	نَفْعَلُ
اِرْحَمْ	يَحْكُمْ	عَنْهُمْ	اَمْهِلْ	اَحْسِنْ
تُسْمِعُ	مُهْلِكُ	يُبْعَثُ	خِفْتُمْ	طِبْتُمْ

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১১ হামযাহ্ সাকিনের বর্ণনা

সাকিনযুক্ত হামযাহ্‌কে একটু ঝট্‌কা দিয়ে পড়তে হয়, হামযাহ্ কখনও আলিফের আকারে, কখনও ওয়াও এর আকারে, আবার কখনও ইয়ার আকারে লেখা হয়।

بِئْ	تُؤْ	يُؤْ	يَأْ	بَأْ
يَأْبَ	ضَأْنِ	كَأْسَ	نَأْتِ	شَأْنُ
يُؤْتِكُمْ	يُؤْخَذُ	يُؤْمِنُ	يُؤْتِ	مُؤْمِنُ
	شِئْتَ	بِئْسَ	جِئْتَ	
		بِئْرَ	ذِئْبُ	

৬ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১২ ক্বলক্বলাহ্‌র বর্ণনা

ক্বলক্বলাহ্‌র হুরূফ পাঁচটি “ق،ط،ب،ج،د” যার সমষ্টি ‘কুতবু জাদ্দিন’ (قُطُبُ جَدٍّ)।

যখন এ হরফগুলোর উপর জযম বা সাকিন হয় তখন পড়ার সময় তার শব্দ ফিরে আসে। একে ‘ক্বলক্বলাহ’ বলে।

اَبْ	اِبْ	اُبْ	جَبْ	جِبْ	جُبْ
بَجْ	بِجْ	بُجْ	سَدْ	سِدْ	سُدْ
قَطْ	قِطْ	قُطْ	جَقْ	جِقْ	جُقْ

اَحْبَبْتَ	يَجْعَلُ	قَدْحًا	يُطْعِمُنِىْ
مُجِيْبُ	بُرُوْجُ	لَقَدْ	مُحِيْطٌ
	يَقْطَعُ	خَلَقْ	

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৬ سُوۡرَةُ الۡكَوۡثَرِ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ؕ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانۡحَرۡ ؕ ۝٢ اِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ۝٣ ع

৬ মাসে ৬ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৭ سُوۡرَةُ الۡكٰفِرُوۡنَ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ ۝١ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ ۝٢

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ ۝٤

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ ۝٥ لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ۝٦ ع

৬ মাসে ১৪ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৬ মাস

২-হাদিস

দু'আ ও সুন্নাত

সবক ঃ ৮ ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই ।

৬ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৯ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এই দুআ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ
مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং সবাইকে তারই কাছে যেতে হবে ।

৬ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৪ ঈমানে মুফাসসাল (অর্থসহ)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ

بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, তার ফেরেশতাগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর, তার রসূলগণের উপর, ক্বিয়ামতের দিনের উপর, এবং ভালমন্দ ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ।

৬ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৬ নামাযের আরকান

নামাযের মধ্যে ৬টি ফরয রয়েছে যেগুলোকে 'আরকান' বলে ।

(১) তাকবীর তাহরীমা اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলা । [শামী-৩/৩৭৬ সিফাতুস সলাহ]

(২) কেয়াম করাঃ অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো । [শামী-৩/৩৮১) প্রাগুক্ত]

(৩) কেরাত পড়া (কুরআন থেকে পড়া) [শামী-৩/৩৮৯ প্রাগুক্ত]

(৪) রুকু করা । [শামী-৩/৩৯২) প্রাগুক্ত]

(৫) দুই সিজদা করা । [শামী-৩/৩৯৩ প্রাগুক্ত]

(৬) আখেরী বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসা । [শামী-৩/৩৯৬ প্রাগুক্ত]

৬ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৬
মাস

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আসমাউল হুসনা]

اَلرَّحْمٰنُ
اَلرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ
اَلْقُدُّوْسُ
اَلسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ

সবক ঃ ১ আস্‌মাউল হুস্‌না ১,২,৩

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

اَلْمَلِكُ	اَلرَّحِيْمُ	اَلرَّحْمٰنُ
অধিপতি	পরম দয়ালু	অতি দয়াময়

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ আস্‌মাউল হুস্‌না ৪,৫,৬

اَلْمُؤْمِنُ	اَلسَّلَامُ	اَلْقُدُّوْسُ
নিরাপত্তা বিধায়ক	শান্তিময়	পবিত্র

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৩ আস্‌মাউল হুস্‌না ৭,৮,৯

ٱلْمُهَيْمِنُ	ٱلْعَزِيْزُ	ٱلْجَبَّارُ
আশ্রয় দাতা	পরাক্রমশালী	প্রবল

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৪ আস্‌মাউল হুস্‌না ১০,১১,১২

ٱلْمُتَكَبِّرُ	ٱلْخَالِقُ	ٱلْبَارِئُ
মহিমান্বিত	স্রষ্টা	উদ্ভাবন কর্তা

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ

৬ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৬

প্রশ্ন ঃ হিজরী বছর কখন থেকে শুরু হয়েছিল ?

উত্তর ঃ হিজরী বছর **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর হিজরত থেকে শুরু হয়েছিল ।
[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ ৩/২০৬]

প্রশ্ন ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন কাদেরকে বলা হয় ?

উত্তর ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন **"হযরত আবূবাকার, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী** رضي الله عنهم **"** কে বলা হয় ।
[রুহুল বায়ান : ৪/১২]

প্রশ্ন ঃ মক্কা মুকাররমা কবে **বিজয়** হয়েছিল ?

উত্তর ঃ মক্কা মুকাররমা "অষ্টম হিজরীতে" **বিজয়** হয়েছিল ।
[আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী : ১৪৫২৩, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাত কার হয়েছিলো ?

উত্তর ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাত "হযরত সুমাইয়াহ্ رضي الله عنها র হয়েছিলো ।
[উসদুল গাবাহ্ : ১/১৩৬৯]

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম কোন সাহাবী আযান দিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম "হযরত বিলাল رضي الله عنه আযান দিয়েছিলেন ।
[মুসনাদে আহমাদ : ২২১২৪, মায়া-য বিন জাবাল رضي الله عنه]

৬ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

বিবিধ শব্দ

أَنَا	আমি	أَنْتَ	আপনি
هٰذَا	এই	ذٰلِكَ	ঐ
نَحْنُ	আমরা	هُمْ	ওরা
عَفْوًا	ক্ষমা করা	تَعْبَانُ	ক্লান্ত
أَعْطِنِيْ	আমাকে দাও	كَمْ نَفَرٌ؟	কতজন মানুষ
تِلِفُوْنُ	ফোন	رَقْمُ تِلِفُوْنَ	ফোন নাম্বার

৬ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ 4 খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য مَأْكُولَاتٌ وَمَشْرُوبَاتٌ

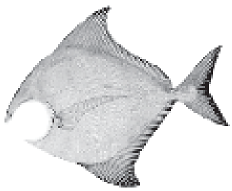

سَمَكٌ	মাছ

بَصَلٌ	পিয়াজ

دُبَّاءٌ	কদু (লাউ)

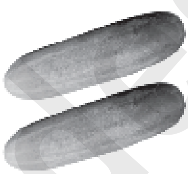

قِثَّاءٌ	শষা (কাকড়)

جَزَرٌ	গাজর

৬ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ]

সবক ঃ ১৩ তাশদীদের বর্ণনা ـّـ তাশদীদ

১ এক সাকিন এবং এক হারাকাত মিলে তাশ্‌দীদ তৈরি হয়।

২ তাশদীদের আওয়ায একটু শক্ত হয়।

৩ যে হরফে তাশদীদ থাকে সেই হরফকে ‘ মুশাদ্দাদ’ বলে।

৪ ‘মুশাদ্দাদ’ হরফকে দুবার পড়া হয়। যেমন হামজাহ্ বা যবর اَبْ বা যবর বা بَ = اَبَّ

اُبِّ	اِبِّ	اَبِّ	اُبَّ	اِبَّ	اَبَّ
اُتِّ	اِتِّ	اَتِّ	اُتَّ	اِتَّ	اَتَّ
اُجِّ	اِجِّ	اَجِّ	اُجَّ	اِجَّ	اَجَّ
اُبٍّ	اِبٍّ	اَبٍّ	اُبًّا	اِبًّا	اَبًّا
تُبٌّ	تِبٍّ	تَبًّا	بُبٌّ	بِبٌّ	بَبٌّ
حَيَّ	حُضٌّ	عَدَّ	سُجِّ	كُوِّ	فَعَّ

৭ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১-কুরআন

[নূরানী ক্বায়েদাহ]

মশ্‌ক

عَلَّمَ	كَذَّبَ	رَبَّكَ	قَدَّرَ
حَبَّبَ	زُيِّنَ	يُسَبِّحُ	رَبِّكَ
سُيِّرَتْ	لَدَيَّ	اَوَّلُ	قُوَّةٌ
كُوِّرَتْ	فَاَصَّدَّقَ	مُدَّثِّرُ	يَتَوَلَّ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১৪ গুন্নার বর্ণনা

নাকে আওয়ায নিয়ে যাওয়াকে গুন্নাহ বলে। নূন এবং মীম এর উপর তাশদীদ হলে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

اَنَّ	سِنَّ	مَنَّ	هُنَّ	يَظُنُّ	جَهَنَّمَ
ثُمَّ	اُمِّ	عَمَّ	هَلُمَّ	مِمَّ	وَتَمَّتْ

৭ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২৩ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা

নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনের পর ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ অর্থাৎ "ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك" র মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তাহলে সে নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনকে গুন্নার সাথে পড়তে হয়।

فَاَنْجَيْنٰهُمْ	مَنْ ثَقُلَتْ	اَنْتَ مُنْذِرٌ
اَنْزَلْنَا	وَاَنْذِرْهُمْ	مَنْ دَخَلَهٗ
تُنْصَرُوْنَ	مِنْ شَيْءٍ	عَنْ سَبِيْلِهٖ
يَنْظُرُوْنَ	مِنْ طِيْنٍ	عَنْ ضَيْفِ
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ	خَالِدًا فِيْهَا

اَنْتَ مُنْذِرُ: হামযাহ্ নূন যবর اَنْ, তা- যবর تَ = اَنْتَ, মীম নূন পেশ مُنْ,
اَنْتَ مُنْ, যাল যের ذِ, اَنْتَ مُنْذِ, র- পেশ رُ = اَنْتَ مُنْذِرُ

৯ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ২৪
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর পর যদি‘‘ب’’আসে তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে‘‘م’’ পরিবর্তন করে গুন্নাহ্‌র সঙ্গে পড়তে হয়,একে ইক্বলাব বলে ।

مَنْ بَخِلَ	مِنْ بَعْدِ	كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	رَسُوْلٌۢ بِمَا	مُطَهَّرَةٍۢ بِاَيْدِىْ
لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ	

مَنْ بَخِلَ: মীম মীম যবর مَمْ বা যবর بَ = مَنْ بَ খা যের خِ = مَنْ بَخِ, লাম যবর لَ = مَنْ بَخِلَ

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২৫ নূনে ক্বুতনীর বর্ণনা

কুরআনে কারীমে কোন কোন জায়গায় আলিফের নীচে ছোট্ট নূন লেখা হয় । ঐ ছোট্ট নূন কে নূনে ক্বুত্বনী বলা হয় ।একে পড়ার সময় আলিফের পরিবর্তে নূন পড়তে হবে ।

خَيْرًا ِۨالْوَصِيَّةُ	شَيْـًٔا ِۨاتَّخَذَهَا	نُوْحُ ِۨابْنَهٗ

لُمَزَةِ ۨالَّذِيْ	قَدِيْرُ ۨالَّذِيْ	اَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا
৯ মাসে ১ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২৬ নূন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম ইদগামে বেলাগুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর "ل" অথবা "ر" এর কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়াই মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ل এর মধ্যে

مِنْ لَّدُنْهُ	يَكُنْ لَّهٗ	اَنْ لَّمْ يَرَهٗ
اُفٍّ لَّكُمْ	كُلٌّ لَّهٗ	رِزْقًا لَّكُمْ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ر এর মধ্যে

مِنْ رَّبِّكَ	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ
عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	تَوَّابًا رَّحِيْمًا

مِنْ رَّبِّكَ : মীম নূন রা যের مِنْ رُ র-বা-যবর رَبْ = مِنْ رَبْ, বা যের بِ = مِنْ رَّبِّ কাফ যবর كَ = مِنْ رَّبِّكَ

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

ইদগাম বিলগুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর ی , م , و , ن এর মধ্য হতে কোন হরফ আসলে, সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ی এর মধ্যে

مَنْ يَّعْمَلْ	مَنْ يَّقُوْلُ	مِنْ يَّوْمٍ
عَيْنًا يَّشْرَبُ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ

مَنْ يَّعْمَلُ : মীম নূন ইয়া যবর مَنْ يَ, ইয়া আইন যবর يَعْ = مَنْ يَعْ, মীম লাম যবর مَلُ = مَنْ يَّعْمَلُ।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম و এর মধ্যে

مَنْ وُّعِدَ	اِنْ وَّهَبَتْ	مِنْ وَّاقٍ
اِلٰهًا وَّاحِدًا	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম م এর মধ্যে

نَاجٍ مِّنْهُمَا	وَلَئِنْ مُّتُّمْ	عَنْ مَّنْ
صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ	رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ن এর মধ্যে

مِنْ نِّعْمَةٍ	مِنْ نَّبِيٍّ	فَمَنْ نَّكَثَ
يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	صِدِّيْقًا نَّبِيًّا

৯ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২৭ মীম সাকিনের নিয়ম

মীম সাকিনের ইযহার

মীম সাকিনের পর ''ب'' এবং ''م'' ছাড়া অন্য কোন হরফ আসলে সে মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুন্না ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। এটাকে "ইযহারে শাফাবী" বলে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ	هُمْ فِيْهَا	اَلَمْ تَرَ
اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ	لَمْ يَلْبِسُوْا	اَلَمْ نَجْعَلْ

اَلَمْ تَرَ: হামযা যবর اَ লাম মীম যবর لَمْ, اَلَمْ তা যবর تَ, اَلَمْ تَ রা যবর رَ = اَلَمْ تَرَ

deeniyat

মীম সাকিনের ইখফা

মীম সাকিন এর পর ''ب'' আসলে সে মীম সাকিন কে গুন্নাহ এবং ইখফার সঙ্গে পড়তে হবে, এটাকে "ইখফায়ে শাফাবী" বলে ।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	وَاتَّقَكُمْ بِهِ	رَبَّهُمْ بِهِمْ

نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

رَبَّهُمْ بِهِمْ: রা বা যবর رَبْ বা যবর بَ = رَبَّ, হা মীম পেশ هُمْ = رَبَّهُمْ
বা যের بِ = رَبَّهُمْ بِ, হা মীম যের هِمْ = رَبَّهُمْ بِهِمْ

মীম সাকিনের ইদগাম

মীম সাকিন এর পর ''م'' আসলে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীম এর সঙ্গে মিলিয়ে - গুন্নাহর সাথে পড়তে হবে । এটাকে "ইদগামে শাফাবী" বলে ।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ	اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ
فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ	مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ: হামযাহ যের اِ লাম ইয়া যবর لَىْ = اِلَىْ কাফ মীম পেশ كُمْ,
اِلَيْكُمْ, মীম রা পেশ مُرْ = اِلَيْكُمْ مُّرْ, সীন যবর سَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَ লাম ওয়াও
পেশ لُوْ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْ নূন যবর نَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১১ সূরায়ে ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۝۱ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنۡ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۝۴
وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

৯ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ১২ সূরায়ে নাস

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِکِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰہِ النَّاسِ ۝۳
مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ۵ الۡخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ
صُدُوۡرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝۶

৯ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

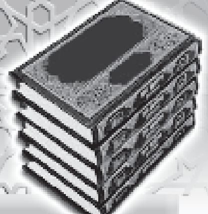

সবক ঃ ১৫ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন নিয়ামত পেলে বলব :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

[ইবনে মাজাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র ।

কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে অথবা ভাল আচরণ করলে বলব :

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন ।

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইয়ান رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আপনার উপর আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ।

কোন মুসলমান সালাম দিলে উত্তরে বলবঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[মুসনাদে আহমাদ : ১২৬১২, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ।

deeniyat

২ - হাদীস

[হিফযে হাদীস]

৯ মাস

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ব :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬,আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান ।

৯ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২ হাদীস নম্বর ৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১, উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমলের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল ।

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩ হাদীস নম্বর ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

[মুসলিম : ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ।

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৯ মাস

২ - হাদীস

[হিফযে হাদীস]

সবক ৩ হাদীস নম্বর ৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

[ইবনে মাযাহ্ : ৩৯৩৭, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থ ঃ **রাসুলুল্লাহ** ﷺ **বলেছেন** যে ব্যক্তি কোনও জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৫ হাদীস নম্বর ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত।

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

হাদীস নম্বর ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১, জনৈক সাহাবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন রাগ থেকে দূরে থাক।

৯ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৪ দুরূদশরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব্ বিন উযরাহ্রضي الله عنه]

৯ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৭ নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ঐসব আমল যেগুলো ভুলে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করতে হয়

(১) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এবং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া। [শামী-৩/৪২৬ সিফাতুস সলাহ)

(২) ফরয নামাযসমূহের শুধু প্রথম দু'রাকাতে এং সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একটি বড় আয়াত কিংবা তিনটি ছোট আয়াত তিলাওয়াত করা। [শামী-৩/৪২৬ প্রাগুক্ত]

(৩) সূরা ফাতিহাকে সূরার পূর্বে পাঠ করা। [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]

(৪) ক্বেরাতের পর রুকু এবং রুকুর পর সিজদার তারতীব ঠিক রাখা। [শামী-৩/৪৩৪ প্রাগুক্ত]

deeniyat

(৫) কাউমা করা অর্থাৎ রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৬) জালসা করা অর্থাৎ উভয় সিজদার মাঝখানে স্থীর হয়ে বসা।
[শামী-৩/৪৪৫ প্রাগুক্ত]

(৭) তাদীলে আরকান অর্থাৎ রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে ধীর ও স্থীরতা বজায় রাখা, তাড়াহুড়া না করা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৮) কও'দায়ে উলা করা অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।
[শামী-৩/৪৪৪ প্রাগুক্ত]

(৯) উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া। [শামী-৩/৪৫০ প্রাগুক্ত]

(১০) ইমামের জন্য ফজর, মাগরিব, ইশা, জুম'আ, দুই ঈদের নামায, তারাবীহ এবং রমযানের বিতির নামাযে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়া। [শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১১) যোহর ও আছরের নামাযে ক্বেরাত নিম্নস্বরে পড়া।
[শামী-৩/৪৬০ প্রাগুক্ত]

(১২) 'সালাম' শব্দ দ্বারা নামায শেষ করা।
[শামী-৩/৪৫৬ প্রাগুক্ত]

(১৩) বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনূতের জন্য তাকবীর বলা এবং দু'আয়ে কুনূত পড়া। [শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

(১৪) উভয় ঈদের নামাযে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
[শামী-৩/৪৫৭ প্রাগুক্ত]

৯ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৫

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর আব্বাজানের ইন্তেকাল কবে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর আব্বাজানের ইন্তেকাল আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মের পূর্বে হয়েছিল ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/২৯৪]

প্রশ্ন ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স ছয়/৬ বছর ছিল। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৫]

প্রশ্ন ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার কাছে ছিলেন?

উত্তর ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে ছিলেন । [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৬]

প্রশ্ন ঃ দাদার ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর ঃ দাদার ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স আট/৮ বছর ছিল । [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৭]

প্রশ্ন ঃ দাদার ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার কাছে ছিলেন ?

উত্তর ঃ দাদার ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের কাছে ছিলেন ।[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩১৮]

৯ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৯ মাস

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক ঃ ৬

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর উপর প্রথম আয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর উপর প্রথম আয়াত "হিরা গুহায়" অবতীর্ণ হয়েছে। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/৭০]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হিরা গুহার মধ্যে কী করতেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হিরা গুহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতেন। [বুখারী : ৩, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের জন্য এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাওয়াকে কী বলে?

উত্তর ঃ দ্বীনের জন্য এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরাত বলে। [তাফসীরে কুরতুবী : ১০/১০৭]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিজরাত করে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিজরাত করে "হাবশাহ্" গিয়ে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/১৬৪]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা দ্বিতীয় হিজরাত করে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মুসলমানরা দ্বিতীয় হিজরাত করে "মদীনা মুনাওয়ারা" গিয়ে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/৩১৪]

৯ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

কনুই	مِرْفَقٌ

নাভি	سُرَّةٌ

পায়ের পাতা	قَدَمٌ

নখ	ظُفُرٌ

জিহ্বা	لِسَانٌ

৯ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

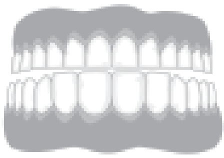

চুল	شَعْرٌ

নাক	اَنْفٌ

দাঁত	سِنٌّ

ঘাড়	عُنُقٌ

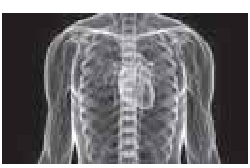

হৃদপিণ্ড	ظَهْرٌ

deeniyat

৯ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ২৮ মদ এর বর্ণনা

① মদ্দে মুত্তাসিল ঃ একই শব্দে হুরূফে মাদ্দাহর পর হামযাহ্ হলে মদ্দে মুত্তাসিল হবে । তার পরিমাণ চার আলিফ ।

② মদ্দে মুনফাসিল ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পর ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা হলে মদ্দে মুনফাসিল হবে, তার পরিমাণ তিন আলিফ ।

③ মদ্দে লাযিম ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পরবর্তী হরফে জযম বা তাশ্‌দীদ হলে মদ্দে লাযিম হবে, তার পরিমাণ পাঁচ আলিফ ।

মদ্দে মুত্তাসিল	سِيٓـَٔتْ	سُوٓءَ	شَآءَ	جَآءَ
মদ্দে মুনফাসিল	فِيٓ اَمْرِنَا	لَهٗٓ اَضْعَافًا	قَالُوٓا اٰمَنَّا	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ
মদ্দে লাযিম	ضَآلًّا	وَالصّٰٓفّٰتِ	حَآجُّوْكَ	آٰلْـٰٔنَ

جَآءَ : জীম আলিফ যবর جَا ,এর উপরে মাদ جَآ, হামযাহ্ যবর ءَ = جَآءَ

فِيٓ اَمْرِنَا : ফা- ইয়া যের فِيْ, এর উপর মাদ فِيٓ,হামযাহ্ মীম যবর اَمْ = فِيٓ اَمْ, রা-যের رِ = فِيٓ اَمْرِ, নূন আলিফ যবর نَا = فِيٓ اَمْرِنَا

ضَآلًّا : দোয়াদ আলিফ লাম যবর ضَالْ, এর উপরে মাদ ضَآلْ, লাম দুই যবর لًّا = ضَآلًّا

১০ মাসে ৩ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ২৯ র এর ক্বায়েদাহ্ (পুর এর বর্ণনা)

১ যে ‘রা’ এর উপর যবর বা পেশ হয় সেই ‘রা’ পুর হবে।

২ যে ‘রা’ সাকিন এর পূর্বে যবর বা পেশ হয় সেই ‘রা’ পুর হবে ।

৩ যে ‘রা’ এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হয় সেই ‘রা’ পুর হবে।

৪ ‘রা’ মুশাদ্দাদ এর উপর যবর বা পেশ হলে ‘রা’ পুর হবে।

৫ ‘রা’ সাকিন এর পূর্বে কোন হরফ সাকিন হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ হলে ‘রা’ সাকিন পুর হবে।

قُرْاٰنٌ	اَرْسَلْنَا	رُبَمَا	رَزَقْنَا
خَبِيْرٌ	خَيْرًا	بِرٌّ	بِرَّ
	خُسْرٌ	عَشْرٌ	

اَرْسَلْنَا: হামযাহ্ ‘রা’ যবর اَرْ সীন লাম যবর سَلْ, اَرْسَلْ নূন আলিফ যবর نَا=اَرْسَلْنَا

নোট ঃ নীচের উদাহরণগুলোতে ‘রা’ কে পুর পড়তে হবে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ	اِرْجِعِىْ	فِرْقَةٌ	مِرْصَادًا

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

রা-এর ক্বায়েদাহ্ (বারীক এর বর্ণনা)

১. যে 'রা'র নীচে যের হবে, সেই 'রা'কে বারীক পড়তে হবে।

২. 'রা' সাকিনের পূর্বে যের হলে 'রা' সাকিনকে বারীক পড়তে হবে।

৩. যে 'রা'র নীচে দুই যের হবে সেই 'রা' কে বারীক পড়তে হবে।

৪. তাশ্দীদযুক্ত 'রা'র নীচে যের হলে 'রা' বারীক হবে।

৫. 'রা' সাকিনের পূর্বে ইয়া সাকিন হলে 'রা' সাকিনকে সর্বদা বারীক পড়তে হবে।

৬. যদি 'রা' সাকিনের পূর্বেও কোন হরফ সাকিন হয় এবং তার পূর্বে যের হয়, তখনও সে 'রা' সাকিন বারীক হবে।

بَرِقَ	شَرِبَ	رِزْقًا	رِجَالٌ
وَاصْبِرْ	مُنْهَمِرٍ	فِرْعَوْنَ	اَنْذِرْ
مُسْتَمِرٍّ	تُحَرِّمُ	بِرٍّ	بَرٍّ
ضَيْرٌ	خَيْرٌ	بَصِيْرٌ	نَصِيْرٌ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ৩০ কিছু হরফ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না

লেখার নিয়ম	لٰى	ذُوالُ	وَالُ	فَاۤعْ	ذٰى
পড়ার নিয়ম	لْ	ذُلُ	وَلُ	فَعْ	ذْ

فَاعْفُ	هُدٰى	عَلٰى	★وَاَنَا لَكُمْ
ذُوالْفَضْلِ	وَالْاُولٰى	نَزَلَكَ	يٰاَيْئَسُ
وَالْعٰدِيٰتِ	ذُوالْجَلٰلِ	فِى الْاَرْضِ	فَادْعُ لَنَا

اَنَا কুরআন মাজীদে যেখানেই আসুক তার আলিফ পড়া নিষিদ্ধ। নোট ঃ প্রতিটি শব্দ পড়ানোর সময় ছাত্রদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে তার মধ্যে কোন্ হরফটি পড়া হবে না।

عَلٰى : আঈন যবর عَ লাম খাড়া যবর লা لٰ = عَلٰى

فَادْعُ لَنَا : ফা-দাল যবর فَادْ, আঈন পেশ عُ, فَادْعُ লাম যবর لَ, فَادْعُ لَ নূন আলিফ যবর نَا = فَادْعُ لَنَا

ذُوالْفَضْلِ : যাল লাম পেশ ذُوالُ ফা-দোয়াদ যবর فَضْ, ذُوالْفَضْ লাম যের لِ = ذُوالْفَضْلِ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

তাশ্‌দীদ যুক্ত হরফের পূর্বের হরফে কোন হারকাত না থাকলে তা লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না ।

وَاللّٰ (وَلّٰ)	بِاللّٰ (بِلّٰ)	كَالدِّ (كَدِّ)	فِى السَّ (فِسَّ)
وَالسَّ (وَسَّ)	لُ الرَّ (لُرَّ)	وَالضّٰ (وَضّٰ)	وَالَّ (وَلَّ)

وَاللّٰهِ : ওয়াও লাম যবর وَالَ, লাম খাড়া যবর لّٰ, وَاللّٰ হা-যের هِ = وَاللّٰهِ

وَاللّٰهِ	بِاللّٰهِ

كَالدِّهَانِ	فِى السَّمٰوٰتِ	وَالسَّلٰمُ
يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ	وَالصّٰلِحٰتِ	وَالَّذِيْنَ

كَالدِّهَانِ : কাফ দাল যবর كَالدَ দাল যের دِ, كَالدِّ হা- আলিফ যবর هَا , كَالدِّهَا , নূন যের نِ = كَالدِّهَانِ

وَالصّٰلِحٰتِ : ওয়াও ছোয়াদ যবর وَالصَ ছোয়াদ খাড়া যবর صّٰ = وَالصّٰ লাম যের لِ , وَالصّٰلِ হা খাড়া যবর حٰ = وَالصّٰلِحٰ, তা যের تِ = وَالصّٰلِحٰتِ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সাকিনযুক্ত হরফের পর তাশ্‌দীদযুক্ত হরফ আসলে সাকিন হরফকে পড়া হয় না।

كِدْتَّ (كِتَّ)	اِذْظَّ (اِظَّ)	قُلْ رَّ (قُرَّ)	جَدْتُّ (جَتُّ)

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ	اِذْذَّهَبَ	يُدْرِكْكُّمْ
يَجْعَلْ لَّهٗ	مَاوَعَدْتَّنَا	لَقَدْ كِدْتَّ
مَهَّدْتُّ	وَجَدْتُّمْ	اِذْظَّلَمُوْا
قُلْ رَّبِّ	قَدْ تَّبَيَّنَ	لَوْتَوَاعَدْتُّمْ

বিঃ দ্রঃ- উপরের উদাহরণেও যে হরফগুলো পড়া হবে না, তা সুস্পষ্ট করতে হবে।

مَهَّدْتُّ: মীম হা যবর مَهْ হা তা যবর هَتَ مَهَّدْ তা পেশ تُ = مَهَّدْتُّ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩১ 'আল্লাহ' শব্দের নিয়ম

① যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর পূর্বে যবর বা পেশ হয় তখন 'আল্লাহ' শব্দের লামকে পুর পড়তে হবে। যেমন: هُوَاللهُ، رَسُوْلُ اللهِ

② যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর পূর্বে যের হয় তবে 'আল্লাহ' শব্দের লাম কে বারিক পড়তে হবে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

যবরের উদাহরণ

سَمِعَ اللهُ	قَالَ اللهُ	اِنَّ اللهَ

পেশের উদাহরণ

خَلْقُ اللهِ	يُرِيْدُ اللهُ	حُدُوْدُ اللهِ

যেরের উদাহরণ

اَمْرِ اللهِ	دِيْنِ اللهِ	بَلِ اللهُ

اِنَّ اللهَ : হামযাহ্ নূন যের اِنْ নূন লাম যবর نَلْ, اِنَّ الْ লাম খাড়া যবর لَ, اِنَّ اللّٰ ,হা যবর هَ = اِنَّ اللهَ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩২ অক্বফ করার নিয়ম

এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই পেশ, দুই যের, উল্টো পেশ এবং খাড়া যের যুক্ত হরফকে সাকিন করে ওয়াকফ্ করতে হয় ।

خَلَقَ ○ خَلَقْ ○	مِنْ رَّبِّكَ ○ مِنْ رَّبِّكْ ○	بِالْقَلَمِ ○ بِالْقَلَمْ ○
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ تُرْجَعُ الْاُمُوْرْ ○	مَشْهُوْدٍ ○ مَشْهُوْدْ ○	مَرْقُوْمٌ ○ مَرْقُوْمْ ○
طَعَامِهٖ ○ طَعَامِهْ ○	سُبْحٰنَهٗ ○ سُبْحٰنَهْ ○	

خَلَقَ : খ যবর خَ, লাম যবর لَ = خَلَ

ক্বফ যবর قَ = خَلَقَ, ওয়াকফের সময় خَلَقْ

deeniyat

অক্বফ এর অবস্থায় দু যবর কে আলিফ মাদ্দাহ এ এবং গোল তা [ةٌ] কে হায়ে সাকিনা [هْ] এ পরিবর্তন করে পড়তে হয় ।

سَبَبًا ○ سَبَبَا ○	حُسْنًا ○ حُسْنَا ○	عُذْرًا ○ عُذْرَا ○	اَعْمَالًا ○ اَعْمَالَا ○
خَاشِعَةٌ ○ خَاشِعَهْ ○	مُؤْصَدَةٌ ○ مُؤْصَدَهْ ○	نَاظِرَةٌ ○ نَاظِرَهْ ○	اَلْاٰخِرَةِ ○ اَلْاٰخِرَهْ ○

اَعْمَالًا : হামযাহ আঈন যবর اَعْ , মীম আলিফ যবর مَا , اَعْمَا

লাম আলিফ দুই যবর لًا , اَعْمَالًا অক্বফের সময় = اَعْمَالَا

خَاشِعَةٌ : খা আলিফ যবর خَا, শীন যের شِ = خَاشِ আঈন যবর عَ = خَاشِعَ

তা দুই পেশ ةٌ = خَاشِعَةٌ, অক্বফের সময় = خَاشِعَهْ

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩৩ খাড়া যবর এবং সাকিন কে আপন অবস্থায় পড়তে হবে ।

يَرْضٰى ○	فَسَوّٰى ○
فَاَنْذِرْ ○	فَكَبِّرْ ○
فَانْصَبْ ○	تَنْهَرْ ○

يَرْضٰى : ইয়া রা যবর يَرْ , দোয়াদ খাড়া যবর ضٰى = يَرْضٰى

তারিখ :	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩৪ হুরুফে মুকাত্ত্বায়াত

নীচে প্রদত্ত হরফগুলোকে পৃথক পৃথক করে পড়তে হবে যেমনঃ আলিফ, লাম, মীম ।

الٓمّٓ	الٓمّٓرٰ	الٓرٰ	حٰمٓ
حٰمٓ عٓسٓقٓ ★	يٰسٓ	الٓمّٓصٓ	طٰهٰ
قٓ	طٰسٓ	طٰسٓمّٓ	كٓهٰيٰعٓصٓ ★

★ তেলাওয়াতের সময় এ সকল হরফগুলোর শেষে পঠিত নূনকে ইখফার গুন্নাহ করে পড়তে হবে ।

১০ মাসে ১ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৩৫ কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন

কুরআনে কারীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যা সকলে জানে না। এ জন্যে কুরআনে কারীমের মাঝে মাঝে কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। যেন কুরআন পাঠকগণ সঠিক জায়গায় থামতে পারেন এবং অর্থের বিকৃতি না ঘটে। যার বিবরণ এই রকম :

م : এ চিহ্ন যেখানে থামা জরুরি।

ط، ج : এ চিহ্ন যেখানে, থামা উচিত।

لا : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উচিত।

ز، صَلٰى، ص، ق، قَف : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উত্তম।

سكته، وقفه : এ চিহ্ন যেখানে থামতে হবে কিন্তু শ্বাস বন্ধ হবে না।

● সাকতায় কম এবং অক্বফের সময় বেশি থামতে হবে।

۝ : এটা আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

১০ মাসে ২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সূরা ফাতেহা, সূরা ফিল, সূরা কুরাইশ, সূরা কাউসার, সূরা কাফিরূন মশ্‌ক করাবেন।

১০ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সূরা নাসর, সূরা লাহাব, সূরা ইখলাস সূরা নাস, সূরা ফালাক মশ্‌ক করাবেন।

১০ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

সবক ঃ ১৬ বিশেষ বিশেষ জায়গায় পড়ার মাসনূন বাক্য

উঁচু জায়গায় ওঠার সময় বলব

[বুখারী: ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

اَللهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

নীচে নামার সময় পড়ব

[বুখারী : ২৯৯৩, জাবির رضي الله عنه]

سُبْحَانَ اللهِ

অর্থ : আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

হাঁচি আসলে বলব

[বুখারী : ৬২২৪, আবি হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হাঁচি দাতাকে বলব

[বুখারী : ৬২২৪, আবি হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

يَرْحَمُكَ اللهُ

অর্থ : আলাহ তোমার উপর রহম করুন।

কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলব

[সূরায়ে কাহাফ্ : ২৪]

إِنْ شَآءَ اللهُ

অর্থ : যদি আল্লাহ চান।

১০ মাসে ৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

২-হাদীস

[হিফযে হাদীস]

হাদীস নম্বর ১১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ

[তিরমিযী:২৫১৬, ইবনে আব্বাস রضي الله عنه]

অর্থ ঃ যখন তুমি কোন কিছু কামনা কর,তখন আল্লাহ্‌র কাছেই কামনা কর।

হাদীস নম্বর ১২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا

[দ্বারা কুতনী:১/২৪৭, উম্মে ফারওয়াহ্ رضي الله عنها]

অর্থঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল হল প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া।

হাদীস নম্বর ১৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْبٰى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ

[মু'জামে কাবীর:৪৬১৬,রাকবুল মিসরী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার উপার্জন হালাল হয়।

হাদীস নম্বর ১৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهِ

[শুয়াবুল ঈমান:৮৮৪৫, ক্বাতাদাহ্ رحمه الله মুরসালান]

অর্থ ঃ ঘরে প্রবেশ কালীন ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম কর।

হাদীস নম্বর ১৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

[মুসলিম:৩০৩,হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১০ মাসে ১৫ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

১০ মাস

সবক ৪ ৫ দুআয়ে মাসূরাহ্

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ

أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[বুখারী : ৮৩৪, আবি বাক্‌র رضي الله عنه]

১০ মাসে ১২ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

নামাযের পরের দুআ:

যখন নামায থেকে ফারেগ হয়ে যাবে তখন তিন বার "أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ" বলবে।

[মুসলিম : ১৩৬২, সাওবান رضي الله عنه]

অতঃপর এই দুআ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[মুসলিম : ১৩৬৩, আয়েশা رضي الله عنها]

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[আবূদাউদ: ১৫২২,মুআয বিন জাবাল رضي الله عنه]

১০ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

deeniyat

১০ মাস

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সবক ঃ ৭

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কোন মাসে হিজরাত করেছিলেন ?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ রবীউল আওয়াল মাসে হিজরাত করে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে কাসীর :২/২৩২]

প্রশ্ন ঃ হিজরতের সময় আমাদের নবী **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর সাথে কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হিজরতের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺএর সাথে হযরত আবূ বকর رضي الله عنه ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম: ৩/১১]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনা শহরে কোন দিন প্রবেশ করেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনা শহরে জুমআর দিন প্রবেশ করেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :৩/২২]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার মেহমান ছিলেন?

উত্তর ঃ মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হযরত আবূ আইউব আনসারী رضي الله عنه র মেহমান ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :৩/২৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কী কাজ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরী করার কাজ করেছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম]

১০ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

সবক ঃ ৮

প্রশ্ন ঃ এই মসজিদে নাম কী?

উত্তর ঃ এই মসজিদকে "মসজিদে নববী" বলা হয়।

[মিরক্বাতুল মাফাতীহ:২/৪১৭]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামকে কী বলা হয়?

উত্তর ঃ পবিত্র মদীনায় হিযরত কারী সাহাবায়ে কেরামদেরকে "মুহাজিরীন" বলা হয়। [তাফসীরে খাযিন : ৩/৫৪]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় মুহাজিরীনদের সাহায্যকারী সাহাবায়ে কেরামকে কী বলা হয়?

উত্তর ঃ পবিত্র মদীনায় মুহাজিরীনদের সাহায্যকারী সাহাবায়ে কেরামকে رضي الله عنهم "আনসার" বলা হয়। [তাফসীরে খাযিন : ৩/৫৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ কখন হজ্জ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ ১০ হিজরীতে হজ্জ করেছিলেন।

[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ : ৫/১০৯]

প্রশ্ন ঃ এই হজ্জকে কি বলা হয়?

উত্তর ঃ এই হজ্জকে "হাজ্জাতুল ওদা" বলা হয়।

[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ : ৫/১০৯]

১০ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	শিক্ষকের স্বাক্ষর :	অভিভাবকের স্বাক্ষর :

দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ .... أَمَّا بَعْدُ!

সম্মানিত সুধী!

আমাদের উপর আল্লাহর অনেক বড় মেহেরবাণী ও দয়া, যে তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং সবচেয়ে প্রিয়তম ও সহজ দ্বীন আমাদেরকে দান করেছেন। যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের পূর্ণ জীবন আল্লাহর আদেশ ও নবী কারীম ﷺএর নূরানী তরীকানুযায়ী অতিবাহিত করতে পারি। যদি আমরা দ্বীনের উপর চলি তবে তার বিনিময়ে আমরা দুনিয়ায় সুখ শান্তির জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জান্নাত প্রাপ্ত হব।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

[সূরাহ বাকারাহ: ২০১]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নমের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

deeniyat

ঈমানের মেহনত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ....أَمَّا بَعْدُ!

সম্মানিত সূধী ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তাআলা বড় অনুকৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে ঈমানের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। এটা অনেক বড় সম্পদ, দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। ঈমানদারদের উসিলায় মহাবিশ্ব সচল রয়েছে। যেদিন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মতো কোনো ঈমানদার থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন।

ভায়েরা আমার! ঈমানও শেখার বিষয়। যখন আমরা ঈমানকে শিখে নেব এবং ঈমানের তাৎপর্য অন্তরে বসে যাবে, তখন দ্বীনের প্রতিটি কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর যদি ঈমান দুর্বল হয়, তবে দ্বীনের প্রতিটি কাজ খুব কঠিন মনে হবে। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم বলতেন, আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছি এরপর কুরআন শিখেছি। [ইবনে মাজাহ্: ৬১, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমান শেখার মেহনত করার জন্য কবুল করুন। (আমীন)

দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ [সূরায়ে আলে ইমরান: ৮]

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সোজা রাস্তায় পরিচালিত করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না এবং আমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে করুণা প্রদান কর ।নিঃসন্দেহে তুমিই প্রদানকারী।

deeniyat

প্রথম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ বর্ণপরিচয় দাও ب، خ، ز، د، ض، ذ، ث পৃ. ৩১
	হিফযে সূরা	ঃ তা'আওউয এবং তাসমিয়া শুনাও। পৃ. ৩২
হাদীস	দু'আ-সুন্নাত	ঃ খাওয়ার শুরুতে দু'আ, শুরুতে দু'আ পড়া ভুলে গেলে ও খাওয়ার পরের দু'আ শুনাও। পৃ. ৩৩
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তায়্যিবাহ্ শুনাও। পৃ. ৩৪
	মাসাইল	ঃ গোসলের ফরযসমূহ শুনাও। পৃ. ৩৪
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① ইসলাম কি শিক্ষা দেয়? ② ইসলামের কালিমা কি? পৃ. ৩৫
ভাষা	আরবি	ঃ ২-৩-৫ কে আরবিতে কি বলে ? পৃ. ৩৬

দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ বর্ণপরিচয় দাও: ط، غ، ق، ن، و، ه، ی পৃ. ৩৭
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে ফাতিহা শুনাও। পৃ. ৩৮
হাদীস	দু'আ-সুন্নাত	ঃ খাওয়ার সুন্নাতসমূহ শুনাও। পৃ. ৩৯
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে শাহাদাত শুনাও। পৃ. ৪০
	মাসাইল	ঃ উযুর ফরযসমূহ শুনাও। পৃ. ৪০
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① জীবন-মরণ কার হাতে? পৃ. ৪১ ② দু'আ কে শোনেন? পৃ. ৪১
ভাষা	আরবি	ঃ ৬-৮-১০ কে আরবিতে কি বলে। পৃ. ৪২

deeniyat

তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ এই অক্ষরগুলোর পরিচয় দাও: ا، بـ، ـغـ، ـهـ، ـضـ، ـحـ، ـشـ، ـئـ، ـيـ، كا، بج، بصل، صلك، فعل পৃ. ৪৩
	হিফযে সূরা	ঃ সূরা ফীল মুখস্থ শুনাও। পৃ. ৪৬
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ পানি পান করার সুন্নাতসমূহ শুনাও। পৃ. ৪৪
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে শাহাদাত-এর অর্থ শুনাও। পৃ. ৪৫
	মাসাইল	ঃ উযু ভঙ্গের কারণগুলো শুনাও। পৃ. ৪৫
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① কুরআন কি শিক্ষা দেয়? পৃ. ৪৬ ② মৃত্যুর পর কি পুনরায় জিবীত হতে হবে। পৃ. ৪৬
ভাষা	আরবি	ঃ বাস, অসুস্থ, পাসর্পোট কে আরবিতে কি বলে? পৃ. ৪৭

চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ অক্ষরগুলোর পরিচয় দাও عش - مغ - كن - مل حقا-تبع-شيم-صبر-بصر পৃ. ৪৯-৫০
	হিফযে সূরা	ঃ সূরা কুরাইশ মুখস্থ শুনাও। পৃ. ৫১
হাদীস	দুআ সুন্নাত	ঃ দুধ পান করার দুআ শুনাও। পৃ. ৫১
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুজমাল শুনাও। পৃ. ৫২
	নামায	ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম বলো। পৃ. ৫২
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি? পৃ. ৫৩ কোন মাসে রোযা ফরয? পৃ. ৫৩
ভাষা	আরবি	ঃ রুটি, চিনি, খেজুর এবং লবন কে আরবিতে কি বলে? পৃ. ৫৪

deeniyat

প্রশ্নাবলী

পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়: دَرَسَ – كَسَبَ – عَدَدَ – رُسُلُ – صُحُفُ – بَعُدَ – نَضَعُ পৃ. ৫৭-৬০
	হিফযে সূরা	ঃ সূরা মাঊন মুখস্থ শুনাও। পৃ. ৬১
হাদীস	দু'আ-সুন্নাত	ঃ পানি পান করার পর কি দুআ পড়তে হয়? পৃ. ৬১
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাসসাল শুনাও। পৃ. ৬২
	মাসাইল	ঃ নামাযের বাইরে কয়টি ফরয? পৃ. ৬২
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ কুরআনে কারীম কতবছরে অবতীর্ণ হয়েছে? পৃ. ৬৩ কুরআনে কারীমে মোট কতটি সূরা আছে? পৃ. ৬৩
ভাষা	আরবি	ঃ জামা, মোবাইল, মাথা কানকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ৬৪

ষষ্ঠ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: وَيَرِثُ، شَجَرَةٌ، اَعِظُكَ، نَفْعَلُ، كَجُّ، طِفْلُ، يُغْفَرُ، يُبْعَثُ، اُدْخُلُ، قُلْتُمْ পৃ. ৬৬-৬৭-৬৮
	হিফযে সূরা	ঃ সূরা কাওছার শুনাও। পৃ. ৭১
হাদিস	দুআ সুন্নত	ঃ ঘুমানোর পূর্বের দুআ শুনাও। পৃ. ৭২
আকাইদ মাসাইল ইসলামী তারবিয়াত	আকাইদ	ঃ ঈমানে মুফাস্সালে অর্থ শুনাও। পৃ. ৭৩
	মাসাইল	ঃ নামাযের ভিতরে কয়টি ফরয? পৃ. ৭৩
	আসমাউল হুসনা	ঃ ১ থেকে ৬ পর্যন্ত শুনাও। পৃ. ৭৪
	ইসলামি জ্ঞান	ঃ হিজরী বছর কখন থেকে শুরু হয়েছিল। পৃ. ৭৬ সর্ব প্রথম কোন সাহাবী আযান দিয়েছেন। পৃ. ৭৬
ভাষা	আরবি	ঃ আমরা, আমাকে, দাও, পেয়াজ, শসাকে আরবিতে কি বলে। পৃ. ৭৭

সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্ ঃ	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাওঃ পৃ. ৮০-৮১ عَلَّمَ، قُوَّةٌ، مِمَّ، جَاهَدَ، فِيْ، ضِيْ، اَرِنِيْ، دَعَانَا۔
	হিফযে সূরা ঃ	সূরা নাসর মুখস্থ শুনাও। পৃ. ৮৮
হাদীস	দুআ সুন্নত ঃ	বাথরুমে প্রবেশের দুআটি শুনাও। পৃ. ৮৮
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা ঃ	১৩-১৮ পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও। পৃ. ৯০
	নামায ঃ	নামাযের কালিমাগুলো শুনাও। পৃ. ৯১
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত ঃ	আমাদের নবীজীর নাম কি? পৃ. ৯২ আমাদের নবী ﷺ এর পিতা-মাতার নাম কি ? পৃ. ৯২
ভাষা	আরবি ঃ	রসুন, বেগুন, আনারকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ৯৩

অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্ ঃ	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাওঃ পৃ. ৯৮ صَيْفٍ، لَارَيْبَ، بَنَيْنَا، مَكَانَ، هَيْهَاتَ، سَيَعْلَمُوْنَ
	হিফযে সূরা ঃ	সূরা এখলাছ মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১০২
হাদীস	হিফযে হাদীস ঃ	হাদীস নং তিন ও পাঁচ মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১০৪
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা ঃ	১৯-২৬ পর্যন্ত আসমাউল হুসনা মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১০৬
	নামায ঃ	তাশাহহুদ শুনাও। পৃ. ১০৫
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত ঃ	① আমাদের নবী (সা.) কত বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন? পৃ. ১০৮ ② আমাদের নবী (সা.) কত বছর মদীনায় ছিলেন? পৃ. ১০৯
ভাষা	আরবি ঃ	কলা, কপাল, এবং বাহুকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১১০-১১১

নবম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: পৃ. ১১২-১১৩ عَذَابٌ غَلِيظٌ ، مِنْ هَادٍ ، اَنْتَ مُنْذِرٌ ، اَنْزَلْنَا ، عَنْ ضَيْفِ
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরা নাস মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১১৯
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	হাদীস নং ৭ এবং ৯ মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১২২
আকাইদ মাসাইল	নামায	ঃ	দুরূদ শরীফ শুনাও। পৃ. ১২৩
	মাসাইল	ঃ	নামাযের ৭টি ওয়াজিব শুনাও। পৃ. ১২৩
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ	সর্ব শেষ নবী কে? পৃ. ১২৫ আমরা কোন নবীর উম্মত? পৃ. ১২৫
ভাষা	আরবি	ঃ	নাভী, চুল, দাত এবং নাককে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১২৭

deeniyat

দশম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ	নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে শুনাও: পৃ. ১২৯ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ ، شَآءَ ، سُوْٓءَ ، فِيْٓ اَمْرِنَا ، وَالصّٰٓفّٰتِ ، آلْـٰٔنَ
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরা মাঊন শুনাও। পৃ. ১৬১
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	হাদীস নং ১২ এবং ১৪ মুখস্থ শুনাও। পৃ. ১৪২
আকাইদ মাসাইল	নামায	ঃ	দুআয়ে আছুরা শুনাও। পৃ. ১৪৩
ইসলামী তারবিয়াত	সীরাত	ঃ	হিজরতের সময় আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে কে ছিলেন? পৃ. ১৫৫
	বক্তৃতা ও দুআ	ঃ	দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতাটি শুনাও। পৃ. ১৫৬
ভাষা	আরবি	ঃ	কনুই, পায়ের পাতা এবং জিহ্বাকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১২৭

মাসিক উপস্থিতি / অনুপস্থিতির তালিকা

মাস	মোট শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

deeniyat

নামাযের ছক

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

যদি ছাত্র/ছাত্রীরা নামায পড়ে নেয়,চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া,সময় মত পড়ে নিক অথবা ক্বাযা করে নিক,সর্বাবস্থায় এই ✓ চিহ্ন লাগান ।

deeniyat

নামাযের ছক

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

নামাযের ছক

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

আগষ্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

নামাযের ছক

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত অভিভাকদের প্রতি নির্দেশনা

★ আপনার প্রিয় সন্তানকে প্রতিদিন মক্তবে পাঠাবেন।

★ প্রতিদিনের আমলগুলো নিয়মিত করাবেন।
যেমন ঃ খানা খাওয়ার দুআ, ঘুমানোর দুআ, বাথরুমে যাওয়ার দুআ, পানি পান করার দুআ, খাবার সুন্নত, এসব বিষয়গুলো নিয়মিত প্যাক্টিক্যাল আমল করাবেন।
যাতে অভ্যাসে গড়ে উঠে।

★ মাস শেষে প্রতি মাসের সবক শুনে দস্তখত করবেন।

★ নামাযের প্রতি অভ্যস্ত করার লক্ষ্য বাচ্চাদেরকে নিজেদের সাথে নামাযে অংশ গ্রহণ করাবেন। এবং যে নামাযগুলো আপনাদের সাথে বা একা আদায় করবে নামাযের ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে মাস শেষে দস্তখত করবেন।

★ বৎসরে দুইটি পরিক্ষায় অংশ গ্রহণ করাবেন।

★ অভিভাবক সম্মেলনে নিজে উপস্থিত থাকবেন।

★ বাৎসরিক ফলাফল নিয়ে উস্তাদের সাথে মত বিনিময় করবেন।

★ কোনো বিষয়ে সমস্যা মনে করলে, পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

deeniyat

দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

▶ শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু-কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ-মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দীন পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

▶ মুসলিম বাচ্চাদেরকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও মৌলিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের আদলে গড়ে তুলা।

▶ প্রতিটি মুসলিম এলাকা এবং মসজিদে দ্বীনিয়াতের আদর্শ মাক্তাব প্রতিষ্ঠা করা।

▶ মাক্তাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করা এবং তাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা বিস্তার করা।

▶ অল্প সময়ে একাধিক মুসলিম বাচ্চাকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও স্কুলে দ্বীনিয়াত কোর্স চালু করা।

▶ Electronics & Print Media-এর মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা।

▶ প্রতিটি বস্তি, পথশিশু ও বঞ্চিতদের কাছে কুরআনের তালিম পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

▶ সর্বপরী মক্তব শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুপাতে সংস্কার, আধুনিকায়ন, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের কাছে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই দ্বীনিয়াতের উদ্দেশ্য।

deeniyat

দীনিয়াত কিছু কিতাবের পরিচিতি

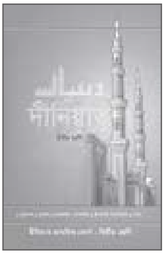

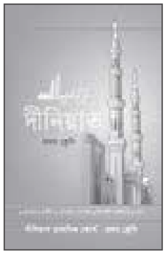

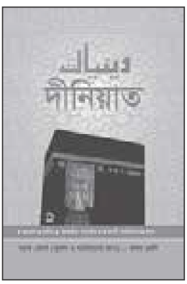

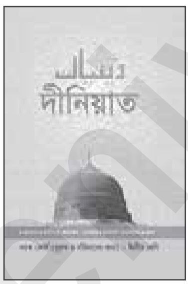

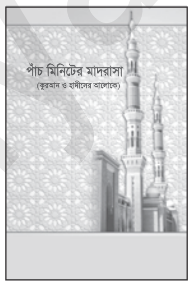

দীনিয়াত শিক্ষা উপকরণ